SOTI BIRAHA

BY

HARA KRISHNA CHACKRABURTTY.

সতী-বিরহ ।

সাতগেছিয়া নিবাসী

স্বর্গীয় মহাত্মা কালী কুমার চক্রবর্ত্তীর

মধ্যম পুত্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

" মন্দ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥
অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥"

(রঘু)

সন ১৩০৮ সাল।

সাতগেছিয়া।

উৎসর্গ পত্র।

মেজ বধু!

কত দিন হইল তুমি তোমার সোণার সংসার ভাসাইয়া দিয়া "প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে" চলিয়া গিয়াছ! কিন্তু তোমার স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে সেই নূতন ভাবেই রহিয়াছে। তোমার অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা, স্বামী অনুরাগ, আদর এখনও আমার মনে ধক্ ধক্ জলিতেছে। এখনও মনে হয় তুমি কোথায় গিয়াছ, আবার সহাস্যবদনে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু অহো! আমি কি ভ্রান্ত!

জানি না, তুমি আমায় কি সোনার চক্ষে দেখিতে, যাহা তোমাকে বলিতাম দ্বিরুক্তি না করিয়া হৃষ্টান্তকরণে তুমি তাহাই করিতে। আমি যাহা করিতাম তাহাও তোমার চক্ষে ভাল লাগিত। কি অকৃত্রিম প্রেম! কি অকৃত্রিম ভালবাসা! তুমি সাধ্বী সতী পতিব্রতা আদর্শরমণী তাই আজ জলন্ত প্রাণ শীতল করিবার মানসে এই "সতী-বিরহ" উপঢৌকন তোমার করকমলে প্রেমউপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

৩১শে চৈত্র শনিবার ১৩০৭ সাল। সাতগেছিয়া, মধ্যমপাড়া জেলা বর্দ্ধমান।	তোমার হতভাগ্য স্বামী হরেকৃষ্ণ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	১	বধু	বধূ
২৮	১৪	শ্বশ্বস্তে	শশবাস্তে
২৫	৮	অর্কুলে	অকূলে
[illegible]	১৪	নিচেতে	নীচেতে
[illegible]	১৪	শ্বশ্ববাস্তে	শশবাস্তে
৩৪	২২	নিরূপম	নিরুপম
৩৫	১৬	শশী	শশি
৩৬	১১	জন্যা	জন্য
৩৯	১৪	রজা	জরা
৪৫	৮	হারান	হারাণ
ঐ	২৪	মুখ-শশী	মুখ-শশি
৫০	৯	হক্কেষ্ণ	হরেকৃষ্ণ
৮০	৪	উপদয়	উদয়

ব্যস্ততা প্রযুক্ত, অন্য ভুলের ও ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

প্রস্তাবনা।

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার দুইটারই সম্পূর্ণ অভাব; তবে অদ্য সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্না সীমন্তিনীকুলরত্ন সাধ্বী সতীস্ত্রী (গোস্বামীসুন্দরী দেবী) বিয়োগে বিপত্নীক হইয়া, মদীয়, আত্মীয় সুহৃদয়-পাঠক পাঠিকাগণের সন্নিধানে তদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে এই হত দগ্ধপ্রাণ শীতল করিবার মানসে এই "সতী-বিরহ" গ্রন্থ রচনা করিলাম।

ইহাতে ঈশ্বরের উপাসনা, স্তোত্র, আমার ও সতীর সংক্ষিপ্ত বংশাবলী, সতীর জীবনী, সোহাগপত্রাদি, সতী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, শ্মশান ও জাহ্নবীতটের এবং অনন্তকালের বর্ণনা সন্নিবেশিত হইল, কিন্তু ইহা সকল পাঠক, পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে কিনা বলিতে পারিলাম না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, মৎসদৃশ বিপত্নীকের বা বৈধব্যশৃঙ্খলবদ্ধা পাঠিকাগণের ইহা সুপাঠ্য হইলেও হইতে পারে। তাই আজ মর্মাত্মীয়গণের ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া সতীকে পুন-রুজ্জীবিতা করিবার ইচ্ছায় এই "সতী-বিরহ" প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম। সতীপদবাচ্যা বলিয়াই পুনঃ পুনঃ সতীপদ উক্তি করিলাম এবং ইহা তাহার গুণপরিচিত ও গুণপরিচিতা লোক মাত্রেই সহস্র সহস্র বার স্বীকার করিবেন, কারণ তাহাকে সতী না বলিলে কাহাকে সতী বলিব?

"প্রকৃতি যার অতিদীন,—অন্নহীন মান্যহীন,
ছিন্ন ভিন্ন পরণে জীর্ণধূতি।
দুঃখের শেষ হেন ব্যক্তি, তার নারীর যে পতিভক্তি,
তাকেই বলি পতিব্রতা সতী॥
নইলে, ভাতার যার সদর আলা,
বাড়ীতে দালান তেমহলা,
হাতীশালা ঘোড়াশালা;
শালার গায়ে শাল-দোশালা থাকে;
মেগের গায়ে সোণাঢালা,—কণ্ঠমালা বাণবালা,
নানা জাতি গহনা দেয় তাকে॥
আহ্লাদ হয়ে অতিশয়,—দৈবে পতিভক্তি হয়,
কিন্তু এদের সতী বলিলে পরে।
বেশ্যা কেন সতী না হন,—তারাও তো পেয়ে ধন
উপপতির চরণ সেবা করে॥"

(দাশরথী রায়)

কিন্তু বড়ই দুঃখিত হইলাম যে ইহা আধুনিক পণ্ডিতদিগের পাঠ্যোপযোগী হইবে না, সেই কারণে আমি সবিনয়ে তাঁহাদিগকে ইহা পাঠ করিতে নিষেধ করিতেছি।

৩১শে চৈত্র শনিবার
১৩০৭ সাল।
দাতগেছিয়া মধ্যম পাড়া
জেলা বর্দ্ধমান।

হতভাগ্য সতীপতি
শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপ বেশম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং,
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥
শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন-কোবিদেতি
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে—
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ।
জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং,
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো,
জয়তু জয়তু পৃথ্বী-ভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

হে মুকুন্দ! আমি প্রণত-মস্তক হইয়া একান্তচিত্তে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, জন্ম হয় হউক কিন্তু তোমার প্রসাদে প্রতিজন্মে তোমার পাদপদ্ম যেন বিস্মরণ না হই। ধর্ম্মে আমার আস্থা নাই, ধনেও যত্ন নাই এবং কামোপভোগেও আদর নাই; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যাহা হইবার হউক; কিন্তু হে ভগবন্! বিশেষরূপে প্রার্থনা এই যে ইহজন্মে এবং পর-জন্মেও যেন তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

স্বর্গে কিম্বা মর্ত্তে আমার বাস হয় হউক, বা নরকেই পর্য্যাপ্ত-রূপে হয় হউক; (ক্ষতি নাই) কিন্তু হে নরকান্ত! যেন অন্তিম

সময়ে প্রস্ফুটিত শরৎকালোৎপন্ন পদ্মের ন্যায় তোমার পদযুগল আমি চিন্তা করি। হে চিত্ত! তুমি পদ্মলোচন শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে রমণ করিতে বিরত হইও না, কারণ হরিচরণ স্মরণরূপ অমৃতের তুল্য অন্য সুখ সম্ভাবনা তোমার আর কি আছে? তাহা আমি জানিনা। রে দুষ্ট মন! তুমি নানাবিধ চিন্তা করিয়া ভয় পাইও না, তোমার যমযাতনা স্থায়ী নহে এবং পাপ-রিপুগণ ও প্রবল হইবে না, যেহেতু শ্রীধর তোমার প্রভু; অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া ভক্তিসুলভ নারায়ণকেই চিন্তা কর; কারণ হরি যখন বিপদ্ভঞ্জন, তখন এ দাসের কি ক্ষমা নাই। হে হরে! সহস্র অপরাধী ও ঘোর ভবসাগরে পতিত গতিহীন এবং শরণাগত আমাকে কেবল কৃপা করিয়া সাযুজ্য-মুক্তি প্রদান করুন। আমার মূর্খত্ব, কুভাব ও নাস্তিকতা এ সকল কিছুই যেন না হয় এবং কখন কুদেশে জন্মও যেন না হয় এবং জন্মে জন্মে যেন আমি বিষ্ণুভক্ত হই।

হে মুকুন্দ! তোমার জগদুদ্ধারক শ্রীপাদপদ্ম ধূলিকণার জয় হউক; যাহা দৃষ্ট হইলে পৃথিবী ক্ষুদ্র পরমাণু স্বরূপ, সমুদ্র সমুদায় জলকণা স্বরূপ, প্রখর-তেজ সমুদায় আবির কণার স্বরূপ, মরুন্মল নিশ্বাস স্বরূপ, নভোমণ্ডল অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রস্বরূপ, রুদ্র পিতামহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবস্বরূপ এবং সমুদায় দেবগণ কীটস্বরূপ প্রতীয়মান হয়েন। যাঁহার পাদপদ্ম যুগলের স্তুতি ব্যতীত বেদাভ্যাস বনে রোদন তুল্য প্রতিদিন কষ্টসাধ্য ব্রত সকল কেবল শরীর শোষক মাত্র, যাতাদি পূর্ত্তকার্য্য সকল ভস্মে হোম করার ন্যায় নিরর্থক হয় এবং তীর্থস্নান ও গজস্নানের ন্যায় অনর্থক, সেই নারায়ণের জয় হউক। হে আনন্দময়! গোবিন্দ, মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত নিরময়, তোমারি নাম সকল অনায়াসে বলিতে সমর্থ হইলেও

কোন ব্যক্তি বলে না, কি খেদের বিষয়? কেবল মোক্ষতেই কি মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটে। ক্ষীরোদসাগরতরঙ্গের জলকণাদ্বারা যাহার চারুমূর্ত্তি তারকামণ্ডল মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যিনি সর্পের ফণারূপশয্যাশায়ী এরূপ যে মধুরিপু মাধব তাহাকে আমি প্রণাম করি।

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তি নো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি-প্রমানপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথোহরিঃ॥"

"শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমোবৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ॥
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অফাললোচনঃ শম্ভু র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
বেদৈঃসাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

"তব দেহে শ্রীনিবাস, সর্ব্বদেবতার বাস,
নানাবিধ দেখি প্রাণিগণ।
দিব্য ঋষিগণ কত, হেরি নাগগণ যত,
বসি ব্রহ্মা কমল আসন ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, কতই তব উদর!—
বহু বাহু বহু মুখ আঁখি;
অনন্ত রূপ মাধুরি, তোমায় সর্ব্বত্র হেরি,
আদি অন্ত মধ্য নাহি দেখি!
কিবা গদাচক্রধারী, বিশ্বময় দীপ্তিকারী,
তেজঃপুঞ্জ কিরীট মাথায়;
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডপ্রভা, দুর্নিরীক্ষ অগ্নি আভা,
অপ্রমেয় নিরখি তোমায়!!

তুমি ব্রহ্মা সারাৎসার, জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য আর,
বিশ্বের আশ্রয় জানি আমি ;
তুমি নিত্য সত্য গতি, সনাতন ধর্ম্মপতি,
চিরন্তন পুরুষ যে তুমি !
সৃষ্টি স্থিতি লয় নাই, একি দেখিবারে পাই,
কহুঁ বাহু চন্দ্র সূর্য্য আঁখি !
তেজে বিশ্ব তাপ পায়, অমিত প্রভাব তায়,
কি প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ দেখি !
অন্তরীক্ষ চরাচর, ব্যাপ্ত তব কলেবর,
সর্ব্ব দিকে একমাত্র তুমি ;
ভয়ঙ্কররূপ হেন নিরখি ত্রিলোক যেন
ভয়ে কাঁপে, দেখিতেছি আমি !

হৃষীকেশ তোমার যে মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে
হর্ষ অনুরাগ হয় নিখিল ভুবনে,
রাক্ষস পলায়, সিদ্ধ করে নমস্কার,
সকলি সে সত্য সব সম্ভবে তোমার।
ওহে মহাত্মন্ হরি অনন্ত প্রকাশ,
হে দেবেশ, বিশ্বময়, জগৎনিবাস,
ব্রহ্মা হ'তে গুরু তুমি জনক ব্রহ্মার
কেন না করিবে বিশ্ব পদে নমস্কার !
যা কিছু অব্যক্ত ব্যক্ত—তুমিই সকল
ব্যক্ত অব্যক্তের পরে ব্রহ্ম নিরমল !
তুমিই দেবাদিদেব অনন্ত মহান্,
অনাদি পুরুষ তুমি বিশ্বলয় স্থান

তুমি সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়
তুমিই পরম ধাম, তুমি বিশ্বময় !
বায়ু বহ্নি যম তুমি, তুমি প্রজাপতি
শশাঙ্ক বরুণ তুমি—অগতির গতি,
সম্বন্ধ অধিক আর কি বলিব আমি
পিতামহ ব্রহ্মা যিনি, তাঁর পিতা তুমি !
নমো-নমঃ পদাম্বুজে, নমঃ পুনর্ব্বার
সহস্র সহস্রবার করি নমস্কার।
নমোস্তু হে সর্ব্ব, তব সম্মুখে পশ্চাতে
সর্ব্বদিকে নমস্কার করি বিধি মতে।
তুমি হে অনন্তবীর্য্য, বিক্রম অপার,
তুমি সর্ব্ব, তুমি বিশ্বব্যাপী সারাৎসার !"

(গীতা)

"ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরো
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গরজ্জু প্রবদ্ধঃ—সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
ন জানামি দানং নচ ধ্যান যোগং
ন জানামি তন্ত্রং নচ স্তোত্র মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং নচ ন্যাস যোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতংবাপি মাতঃ
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীন কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য প্রবন্ধ স্সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো
মহাক্ষীণদীন সদা জাড্যবক্তুঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥

বন্দনা।

"নমি মাগো তব পদে বীণাপাণি বাণি!
কর দয়া দয়াময়ি! অধম তনয়ে,
দুরাশা জলধি-নীরে দিয়াছি মা ঝাঁপ ;—
যে ভাবে রাখিলে মাগো বরপুত্রে তব
রক্ষ দাসে সেই ভাবে, এ মিনতি পদে ;
অন্য কোন আশা মোর নাহিক মানসে।
চির-দিন গুণহীনে দিয়াছ চরণ,
এ ভরসা করি মনে হ'নু অগ্রসর,—
রত্নাকর, কালীদাস ভারত ভূষণ,—
গুণাগুণ বিবর্জ্জিত ছিলেন যাঁহারা,
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা তথা ও চরণ
স্পর্শি ভবপূজ্য তাঁরা, তোমার প্রসাদে।"

পত্নী মোর গুণবতী গোপীমুঞ্জরী দেবী,
শিখাইতে নারীধর্ম্ম সীমন্তিনী কুলে,
অশার নশ্বর দেহ করিয়া ধারণ,
সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে ললনা;
ত্যজি, ধন জন পতি সেবাতরে
এসেছিল এসংসারে মনের হরষে।
সুদুর্ল্লভ পতি-পূজা এ হেন জগতে!
স্বামীর সোহাগ বিনা অবনী মণ্ডলে,
রমণীজাতির কাম্য নাহি কিছু আর।
পতি কবে মন্দ হয়, সতীর নিকটে?
ভক্তপাশে অপবিত্র হয় গঙ্গোদক?
ভুঞ্জিত যাতনা সতী অশেষ প্রকারে
আমা হেতু, কিন্তু মাগো, তবু পতিনাম
সদা মুখে তাঁর শুনিতাম দিবানিশি।
পতি-পদ সদা ধ্যান আছিল সতত।
সতীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই সম্পদ,
পতিই মঙ্গল তার, পতিই আস্পদ;
যাগ-যোগ দান-ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন
পতিপদ সদা ধ্যান সতীর সম্বল।
পতি বিনা গতি নাই সতীর সংসারে,
পারে কি বাঁচিতে মীন বারিহীন হ্রদে?
এ জগতে কত জল নদীনদার্ণবে,
কিন্তু চাতকের তৃষ্ণা মেঘজল বিনা
মিটেনা কখন অন্য সলিল সেবনে।

তেমতি সতীর সুখ পতিপূজা-বিনা
হয় না কখন; যথা সূর্য্যরশ্মি বিনা
ফোটেনা পদ্মিনী কভু চন্দ্রের কিরণে।
পতি-পদ পূজিবারে যার ভাগ্যে নাই
জীবনে মরণে তার উভয় সমান।
হায় মাগো! বাগীশ্বরি! সেই সতী
মোর, চলিয়া গিয়াছে আমা ছাড়ি;
তাই মাগো! সতীর বিরহে আজ
"সতী-বিরহ" গ্রন্থে জীবন তাহার
কল্পনা করিব মাতা! কিন্তু কি সাধ্য
এ দীন জন করিবে বর্ণন, তব কৃপা বিনা,
ভেলায় সাগর পার কে হ'য়েছে কবে?
তাই মাগো! সকাতরে জানাই তোমারে
সহায় হইতে মোর, সতীর কল্পনে।

রাগিণী টৌড়ী ভৈরবী; তাল—একতালা।

আমি আমি করি, বুঝিতে না পারি
কে আমি, আমাতে আছে কি রতন।
কোন্ শক্তিবলে বেড়াই চ'লে ব'লে
কার অভাবে হবে দেহ অচেতন॥
দেহ মাঝে আছে প্রাণেরি সঞ্চার,
তাহাতেই বলি আমি বা আমার,
প্রাণ গেলে চলে হবে শবাকার,
কেবা কার কোথা রবে ধন জন॥
প্রাণেরি চাঞ্চলে জীবভাব ঘটে
চঞ্চলতা গেলেই সকল আশা মিটে,
স্থিতি হলে সদা দেখি চিত্তপটে
আঁকা আছে বাঁকা মদনমোহন
অপরূপ তাঁর রূপের মাধুরী,
দৃষ্টিমাত্র করে মনপ্রাণ চুরি,
কেমন মহিমা বুঝিতে না পারি,
সকলি পাশরি হেরি নবঘন॥

"তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া চলেছি"তোমারই পথে।
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে॥"

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may thee rather meete"

Spenser.

সতী-জীবন।

সাঁতরাগেছিয়া নিবাসী ৺মদনমোহন ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ ঘোষাল মহাশয়ের প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গোপীমুঞ্জরী দেবীর সহিত, ১২৯৯ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার আমার বিবাহ হয়। শ্বশুর মহাশয় প্রথম পলাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মিশ্রের কন্যা বরবর্ণিনী অক্ষয়কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহাঁর ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বলগোনা গ্রামে একটি কন্যা হয়, নাম শ্রীমতী গোপীমুঞ্জরী দেবী। পরে ইহাঁরা সপরিবারে কলিকাতা চোরবাগান নং ৩ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে বাস করিতে আসেন। এই কন্যার পর ১৯।২০ বৎসর বয়ঃক্রমে একটি পুত্র হয়, নাম শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর ঘোষাল। পুনঃ ২।৩ বৎসর পরে আর একটি পুত্র হয়, নাম

শ্রীযুক্ত বাবু হৃষীকেশ ঘোষাল, ইহাঁর আর একটি কন্যা অতি শৈশবে নষ্ট হয়। পরে ১২৯৭ সালে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হন এবং একটি কন্যা প্রসব করেন কিন্তু এই কন্যাই তাঁহার কালস্বরূপ, কন্যা ত বিনষ্ট হয় এবং ইহাঁরও নাড়ী লইয়া ব্যারাম হয়, পরে বহু চিকিৎসার পর ১২৯৭ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে বেলা ৪—৩০ মিনিটের সময় ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহধাম ত্যাগ করেন। শুনিতে পাই ইহাঁর মাতা অরুণবালা দেবীও সংসার করিতে করিতে প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে সংসারলীলা শেষ করেন। শ্বাশুড়ী অক্ষয়কুমারী দেবীর স্বর্গারোহনের পর পূর্ব্বোক্ত শ্বশুর শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ ঘোষাল মহাশয়ের মাতা শ্রীমতী হীরামণি দেবী, পুত্রের মঙ্গলকামনায় এবং সংসার বজায় করিবার জন্য পুত্রের ২টী পুত্র সত্বেও পুত্রের ২য় বিবাহ, চুঁচুড়া নিবাসী ৺গোপাল চন্দ্র গাঙ্গুলীর, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সিজললতা দেবীর সহিত সেই ১২৯৭ সালেই সম্পাদন করেন। কিন্তু পুত্র সত্বে পুত্রের বিবাহ দিলে সংসারে যে অশান্তি হয় তাহা সকলেই জানেন।

(সতের সংসারে ইহা হইতেই পারে,)!

৯ বৎসর বয়ঃক্রমে আমার স্ত্রী মাতৃহীনা হয় এবং ১১ বৎসর বয়সে আমার সহিত বিবাহ হয়; তখন আমার বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর। আমার পিতার নাম ৺কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া নিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব। পিতামহের নাম ৺মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা ৫ ভাই ছিলেন, ইনিই জ্যেষ্ঠ, ইনি অত্যন্ত ধনবান ও জমিদার ছিলেন। ইনি ১২৩৪ সালে সাতগেছের সান্নিধ্য কাড়কাণ্ডায় জমি, নিলাম

করিবার জন্য শিবিকারোহণে যাইতে যাইতে পথে সন্ধিগমী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। প্রপিতামহের নাম ৺সেবারাম চক্রবর্ত্তী। পিতামহীর নাম উমাবতী দেবী, ইহাঁর ৫।৬টী সন্তান হইয়াছিল কিন্তু আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ব্যতীত সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ইহাঁর ২টী কন্যা, ১মা অন্নপূর্ণা দেবী, ২য়া দীনময়ী দেবী। প্রপিতামহীর নাম ধেনুবতী দেবী, মাতার নাম শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, ইনি সাতগেছিয়ার বাচ্য গোত্রজ ঘোষাল বংশীয় ৺রামধন ঘোষালের কন্যা।

প্রমাতামহের নাম ৺রাধাকান্ত ঘোষাল। মাতামহীর নাম সুধামণি দেবী, ইহাঁর ৫টী পুত্র ও ৩টী কন্যা ছিল। ১ম পুত্র কুঞ্জবিহারী ঘোষাল, ২য় বঙ্কুবিহারী ঘোষাল, ৩য় রাজনারায়ণ ঘোষাল, ৪র্থ রসরাজ ঘোষাল, ৫ম লালবিহারী ঘোষাল। ১মা কন্যা প্রসন্নকুমারী দেবী, ২য়া ভবতারিণী দেবী, ৩য়া শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী। প্রমাতামহীর নাম গোপিনী দেবী। আমার মাতার ৪টী পুত্র ও ৫টী কন্যা, ১ম পুত্র বেচারাম চক্রবর্ত্তী, ২য় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩য় (আমি) শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ৪র্থ শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী। ১মা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমোহিনী দেবী, (ইহাঁর সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষালের বিবাহ হয়, ইহাঁর ৫টী পুত্র ও ৩টী কন্যা। ১ম পুঃ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষাল, ২য় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষাল, ৩য় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষাল, ৪র্থ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষাল, ৫ম শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম ঘোষাল। ১মা কন্যা শ্রীমতী পাঁচকড়ি দেবী, ২য়া শ্রীমতী উমাবতী দেবী, ৩য়া শ্রীমতী জয়াবতী দেবী)।

২য়া কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী (ইহাঁর সহিত বাসুবেড়িয়া নিবাসী ৺ নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র ৺ বীরভদ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হয়। ইহাঁর ৬টী পুত্র ও ২টী কন্যা। ১ম পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ২য় শ্রীযুক্ত কানাইলাল চক্রবর্ত্তী, ৩য় শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী, ৪র্থ শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী, ৫ম শ্রীযুক্ত মথুরনাথ চক্রবর্ত্তী, ৬ষ্ঠ শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১মা কন্যা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী, ২য়া শ্রীমতী রেণুমুঞ্জরী দেবী)।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী সাতকড়ি দেবী (ইহাঁর সহিত ভাঙ্গামোড়া বা হুগলী নিবাসী ৺ সুবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র ৺ মনমোহন চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হয়, ইহাঁর কেবল ২টী পুত্র। ১ম পুত্র শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ চক্রবর্ত্তী, ২য় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী)।

৪র্থ কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী (ইহাঁর সহিত বাদলা নিবাসী ৺ হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, ইহার ১টী পুত্র নাম শ্রীযুক্ত ধনপতি সদাগর চট্টোপাধ্যায়)।

৫মা কন্যা শ্রীমতী বলরামী দেবী (ইহার সহিত বড়গুল নিবাসী ৺ রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হয়, ইহার ১টী কন্যা, নাম শ্রীমতী পাঁচকড়ি দেবী)।

আমার স্বর্গীয় পিতা কালীকুমার চক্রবর্ত্তী প্রধান ধার্ম্মিক, মান্যবর বুদ্ধিমান ও বিদ্যানলোক ছিলেন। ইনি আজীবন এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের প্রথম শিক্ষকের পদে স্বনামে কাটাইয়াছিলেন; কেবল জীবনের শেষাংশ পশ্চিমে (মুঙ্গেরে) জমিদারী নায়েবী কর্ম্মে অতিবাহিত করেন। ইনি ১২৩৬ সালে বৈশাখ মাহায় জন্মগ্রহণ,

করেন এবং ১৩০১ সালে ১০ই ফাল্গুণ কৃষ্ণা দ্বাদশীতে, প্রাতে সূর্য্যোদয় সময়ে ৬৫ বৎসর বয়সে "প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে" চলিয়া যান। কিন্তু ইনি ১২৪৮ সালে ৮ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। পূর্ব্বে বলিয়াছি ১২৯১ সালে আমার সহিত গোপীসুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়।

শ্বশুরদেবের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নকল।

শ্রীশ্রীহরি।

সহায়।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

স্মারক লিপি।

যথা বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং—

সাতগেছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান হরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান নিত্যানন্দ ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গোপীসুন্দরী দেবীর শুভ পরিণয় হইবেক।

অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় চোরবাগানস্থ ভবনে সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া শুভ কার্য্যে যোগদান করিবেন ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি।

৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার আয়ুর্বৃদ্ধান্ন ও অধিবাস।

১০ই „ বৃহস্পতিবার শুভ বিবাহ।

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল।
কলিকাতা
"৩ নং শ্রীনাথ রায়ের গলি।"
চোরবাগান।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষাল।

পরে ১৩০২ সালে ইহার ১৪ বৎসর বয়সে একটী কন্যা হয়; নাম শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। তাহার পর ১৩০৪ সালে ১৬ বৎসর বয়সে তাহার ২য়া বা শেষ কন্যা হয়, নাম শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী। পরিতাপের বিষয় আমার স্ত্রী আমাদের বাটীতে গিয়া সংসার করিতে পারে নাই। স্ত্রী ২ বার আমাদের সাতগেছের বাটীতে গিয়াছিল। প্রথম ১৩ বৎসরে দ্বিরাগমন করিয়া তাহার পর আর-একবার প্রথম কলিকাতায় প্লেগ্ হুজুগ্ উঠিবার সময় এবং এইই তাহার শেষ শ্বশুরবাড়ী করা; কারণ সাতগেছের বাটী মেরামত হইতেছিল বলিয়া কলিকাতায় তাহার পিত্রালয়ে ও আমার বড়দিদির বাটীতে সুখদুঃখে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, আশা ছিল আগামী ১৩০৮ সালে ফাল্গুণ মাহায় সপরিবারে সাতগেছের নূতন বাটীতে যাইব কিন্তু "Man proposes God disposes" তাই সে আশা পূর্ণ হইল না, এজীবনে হইল না!

"The little innocent soul flitted away"

Tennyson.

সকল আশা ভরসা হৃদয়াভ্যন্তরেই অন্তর্হিত হইল। ১৩০৭ সালে ১০।১১ই ফাল্গুণ হইতে ক্ষুধামন্দা হইয়া সামান্য সামান্য জ্বর হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু সকলে গর্ভবতী ভাবিয়া হটাৎ ডাক্তার দেখাইতে নিষেধ করেন। কারণ স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় প্রায় এই প্রকার হইয়া থাকে। স্ত্রী মেজদিদির বাটীতে কলিকাতা কাঁসাড়ী পাড়ায় কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই প্রকার ক্ষুধামন্দা ও জ্বর হইতেছে শুনিয়া তাহার পিতামহী তাহার ভ্রাতাদ্বয়কে পাঠাইয়া ২৪শে ফাল্গুণ শুক্রবার তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। তথায় প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন

লাল সেন (L. M. S.) এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার দেখেন। কিন্তু তিনি ১০৪।৫ ডিক্রী জ্বরে কিভার মিক্‌চারের সহিত দাস্তর ঔষধ দেন, ইহাই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই জ্বরের সহিত দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাঁহাকে এই দাস্ত নিবারণ করিতে অক্ষম দেখিয়া আমি ২১শে ফাল্গুণ বুধবার শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার (M. D.) হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তারকে দেখাইতে আরম্ভ করি। তিনি ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র নাথ মজুমদার (M. D.) উভয়ে ৬ই চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দেখেন। এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ দত্ত (M. B.) মহাশয়ও দেখিয়াছিলেন কিন্তু ইহাঁরা কেহই ব্যারামের কোন ভয় বা উপসর্গ দেখেন নাই। জ্বর কমিয়া আসিতেছিল। দাস্তও বারে ২৫১ বার কম হইতেছিল কিন্তু ৭ই চৈত্র বুধবার অমাবস্যার দিন বেলা ১১টার সময় হইতে রক্তদাস্ত আরম্ভ হয়। ইহাতে আমি নৈরাশ হইয়া গোবিন বাবুর পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু বিপীনকৃষ্ট কুমার (M. B.) এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার মহাশয়কে বৈকালে ৪টার সময় লইয়া আসি। তিনি রক্তদাস্ত দেখিয়া ভীত হন ও ঔষধ দেন, বলেন যদি আর দাস্ত না হয় তাহা হইলে সুরাহা নতুবা রক্ষা করা ভার হইবে। তাঁহার ঔষধ খাওয়ানর পর আর ঐ দিন দিবা-রাত্রে দাস্ত হয় নাই। তাহার পরদিবস অর্থাৎ ৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রাতে ৮—৩০ মিনিটের সময় বিপীন বাবু আসেন, এবং দাস্ত হয় নাই শুনিয়া কিছু আশা পান এবং পুনঃরায় অন্যান্য ঔষধ দেন।

বিলাপ।
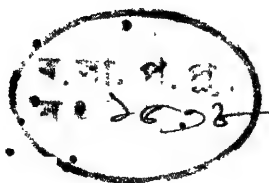
কিন্তু হায়রে! বিধির বিধি
কে পারে লঙ্ঘিতে?
কি করে ঔষধে তার ঈশ্বর বিরূপ!
একে আমি হতভাগ্য, পিতৃহীন,
অভাগা সন্তান, তাহে ভুঞ্জিতেছি
স্বর্গসুখ পতিব্রতা সনে;
সে যে মাতৃহীনা, স্বামী-সোহাগিনী
ভিখারীর ধন, তাহে এক প্রাণ পতি সনে সতী।
ইহা কিরে সহ্য হয় বিধাতার কাছে?—
তাই বুহচক্র করি, যথা কুরুক্ষেত্রে,
সপ্তরথী মিলি, বধে সেই অর্জ্জুনের
জীবনের ধন অভিমন্যু।—
সেইরূপ মম আরাধ্য দেব দেবী মিলি,
যুক্তি করি স্বর্গ মাঝে একত্রিত হয়ে,
কাড়িতে সেই ভিখারীর ধন, সতী
পতিপ্রাণ, জীবন সর্ব্বস্ব মোর,
পাঠাইলা পুনঃ সেই রক্তদান্তরূপী
যমরাজে, যুঝিতে সেই সতীদেবী সনে।
যবে গৃহছাড়ি চলিল বিপীনবাবু (ডাক্তার।)

পরক্ষপে আক্রমিল সতীরে আমার,
মহাবলী যমরাজ, রক্তদান্তরূপে পুনঃ।
কিন্তু সতী মোর সতীত্বের বলে,
যুঝিল সে যম সনে দিবারাত্র একা।
হায়রে! বিদরে প্রাণ বর্ণিতে সে কথা,
যবে লক্ষ্মীবারে গৃহলক্ষ্মী মোর
শমনের তীক্ষ্ণ শরে শীর্ণ কায় হয়ে,
পড়িল সংগ্রামে সতী শবাকার হয়ে!
হেরিনু সেরূপ, ওহো! জীবন ধরিয়া
আমি, যথা পূর্ণিমার শশী গ্রাসিতেছে
অবহেলে রাহু! হারানু সে চাঁদে আমি,
ভাগ্যদোষে, হায়রে! নিষ্ঠুর বিধি!
কি কাজে সাধিলে হেন বাদ?
যে শুধাংশু না হেরিলে ক্ষণ তরে,
ব্যস্ত হতো মন, সদা উচাটন,
বিকুলিত হতো রে অন্তর মোর!
যেন মনে হতো, আর না রাখিব
তোরে অন্তর বাহিরে প্রাণেশ্বরি!
যবে রাখিয়া তোরে লো ধনি!
কর্ম্মস্থলে কিম্বা জন্মস্থলে যাইতাম
আমি, কত যে লো পুড়িতাম
বিচ্ছেদ অনলে তব, বর্ণিবারে
অসমর্থ আমি সুলোচনা!
তাই দিবানিশি কহিতাম আমি রে

পাগল! থাকিতে আমার পাশে
ত্যজি গৃহকর্ম্ম; যাহে তুমি ভৎসিতে
আমায় ধনি! কিন্তু এবে কেমনে
লো আমি, এ পাপজীবন কাটাইব
তোমা বিনা? সতি! জান না কি তুমি,
সতী বিনা পাগল লো তোর প্রাণপতি?
সতী ছাড়া পতি না রহিতে পারে ধনি!
সতী বিনা পতির দুর্গতি হয় পরে;
তবে তাও জানি প্রাণের প্রতিমা মোর।
পতিবিনা সতী ওলো রহিবারে নারে;—
তাই কহি উভয়ের উভয় লো
সম। দেখ, সতী পিত্রালয়ে গিয়া,
পতি নিন্দা শুনি পিতৃ মুখে, ত্যজিলেন
দেহ তাঁর। দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশ হলো।
পাগল হইল ভোলানাথ, যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ;
প্রলয়ের কর্ত্তা হর। কত যে সহিলেন
তিনি সতীর কারণে, বর্ণিতে মানব
তাহা—পারে কি কখন?
তাই ভগবতী পুনঃ জন্ম লয়ে,
সম্ভাষিল হরে, ভুলিল সে ভোলানাথ!
যবে মা জানকী, আজীবন বহু
কষ্ট সহি, পরিত্যক্ত হইলেন
শ্রীরাম হইতে,—সম্বোধিয়া
লক্ষ্মণ মাতারে তাঁহার, কহিলেন

জনকনন্দিনী, কোলে নিতে
চিরদুঃখিনী দুহিতারে তাঁর।
বিদীর্ণা হলেন মাতা! পশিলেন
মার কোলে জনক নন্দিনী
শান্তিবারে। বিকল হইল এবে
দাশরথীবীর, কাঁদিলেন সকাতরে
ফিরে দিতে জীবন সর্ব্বস্ব তাঁরে।
পরে গরজি বিষম রোষে (মৃগেন্দ্র যে মতি)
কহিলেন প্রাণ-সহোদরে রঘুবংশাবতংশ,
আনিবারে বিশাল কার্ম্মুক, নাশিবারে
ত্রিভুবন। কোদণ্ড টঙ্কার শুনি;—
প্রলয়ের কালে যথা, ক্রোড়ে করি
জানকীরে বসুন্ধরাদেবী, উপস্থিত
হইলেন শ্রীরাম সম্মুখে স্বস্বব্যস্তে,
শান্তি বারে কৌশল্যা তনয়ে।
কিন্তু হায়! দেবলীলা কে পারে
বুঝিতে? কে পারে বর্ণিতে তাহা
আমা হেন কোটী কোটী নরে?
হায়রে বিধাতা! মানব, মায়া আচ্ছন্ন
ক্ষুদ্র জীব হয়ে, কেমনে সে সতী শোক
পাসরিব আমি? আমিও রে
রাম সম বহুদিন বহুকষ্ট দিয়াছি
তাহারে; তাই বুঝি অভিমানে
পতিপ্রাণা ধনি, মাতৃহীনা, কোমল স্বভাবা,

সাধ্বী সতীরে আমার, নীরবে মলিন
মুখে, অষ্টম দিবসে চৈত্রমাসে,
তেরশত সাত সালে, বৃহস্পতি বাসরে,
দ্বিতীয়া শুক্লপক্ষে নিশি অবসানে
পঞ্চম ঘটীকা মুখে, জ্বর অতিসারে,
শূন্য করি হৃদি সরসীজ মোর, ভাসাইয়া
সংসার আমার, অগাধ জলধিজলে,
অকূলে অকালে ফেলি আমা হেন
অযোগ্য পতিরে, উঠিলেন মার—
কোলে সতী, জুড়াইতে কষ্ট তাঁর।
তনয়া বিহীনা মাতা ছিলেন বহুদিন,
তাই তিনি লইবারে কন্যারে তাঁহার
প্রেরিলেন মাতারে সত্বরে বুঝি।
আইল অরুণ বালা মধ্যাহ্ন সময়ে
স্বপ্নযোগে দেখাদিলা সতীরে আমার।
নিবেদিল পরে তার মাতৃ আকিঞ্চন।
মাতার আহ্বান শুনি গোপেশ্বরী ধনি,
হাম্বা রবে ধেনুবৎস ধায় যথা,
ধাইল তেমতি দেবী মাতামহী সনে
মাতৃ সন্নিধানে ত্বরা। নেহারি স্বরূপ,
"যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্র নখর শরে, গর্জ্জি ভীমনাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলাম
তেমতি রে আমি, হৃদকম্প হলো মোর!

সে বজ্র আঘাতে কত যে কাতর আমি
হইলাম তাহা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী,
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত পিতা, একি রীতি তব?"
পরে অধৈর্য্য হ'লাম আমি পাগলের মত।
কত যে কাঁদিনু আমি, বর্ণিবারে তাহা,
পারে কি লিখনি কভু?
প্রদানিতে শান্তি মোরে সে শোক সাগরে,
মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নিদ্বয়,
নানা উপদেশে, বহু চেষ্টা পাইলেন
তাঁরা। নামিনু নিচেতে আমি পরে,
মম ভগ্নিদ্বয় সনে। ক্ষণ-পরে
সতী মোর ললাটে সিন্দূর বিন্দু ধরি,
লাক্ষারসে পা-দুখানি রঞ্জিত করিয়া,
রাঙ্গা শাড়ী পরিধানে, লাল কড় করে
বাধানি সেরূপ আমি! এইরূপ
রমণীর চির আকিঞ্চন! কিন্তু আমি
হেন ভাব হেরি নাই কভু,
জীবনে আমার; নামিল ত্রিতল
হতে, জ্যেষ্ঠ সহোদর, ভাগ্নে শম্ভুনাথ
সনে? কিন্তু হায়রে বিধাতা!

কোমল শয্যায় শুয়ে কষ্ট হতো
যার, কেমনে রে পাষাণ হইয়ে
শোয়াইলে সে খাট উপরে মম প্রাণধনে!
প্রাণ ফেটে যায়, জ্বলে যায় মোর,
ওহো পুড়ে মরি!! স্মরিলে সে কথা!
কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাহা,—
মনে হলো ছাড়িব না, ছাড়িব না আমি,
পোড়াইতে সে রতনে ভীষণ শ্মশানে;—
তাই ধরিলাম খাট যথা সাধ্য মোর,
পরাণ ব্যাকুল যবে; কিন্তু এত চেষ্টা
করি, রাখিতে নারিনু আমি সে
অমূল্যধনে! যম সম মমাত্মীয়গণ,
কাড়ি লয়ে মম সতীধনে, স্কন্ধে করি
সোনার প্রতিমা মোর!—যথা
বিজয়ার দিনে, বিসর্জ্জিতে প্রতিমারে
জলে,—নিমতলা পানে অগ্রসর
হইল তখনি। ওহো! কিছুক্ষণ পরে,
গাড়ি করি আমি রে অভাগা! ভাগী,
শ্বালা, ভগ্নিদ্বয় সনে, সতী সন্নিধানে,
চলিলাম ত্বরা করি, হেরিতে, হেরিতে
পুনঃ!—দেখিলাম সেই ঘাটে দক্ষিণ
পশ্চিম কোণে চুলীর নিকটে, সতী
শরীর আবৃত আধারে, লুকায়ে রয়েছে
মোরে! ধরিলাম স্বয়ব্যস্তে, হেরিলাম

আঁখি ভরি, নাড়িলাম সর্ব্বাঙ্গ তাহার
আমি,—চুমিলাম সকাতরে সে, মুখ চন্দ্রিমা—
যাহা এবে পড়িয়াছে রাহুগ্রাসে !
ক্ষণ পরে সাজাইল সতী চিতা মোর;—
সতী মোর সহাস্য বদনে, শয়ন
করিলা তদোপরে!—
মম বিবাহের দিনে, পতি প্রদক্ষিণ
সতী, করেছিল সাতবার, তাই বুঝি,
এবে আমি, প্রতিশোধ দিতে তারে,
অকৃতজ্ঞ! কাষ্ঠ অগ্নি সহ, তিনবার
প্রদক্ষিণ করিলাম তাঁরে।
শিহরিল কলেবর, শুনিলাম যবে
আমি, অগ্নি দিতে হবে চাঁদ মুখে!
অধোমুখে জলন্ত পরাণে আমি,
ক্ষণতরে চাহিলাম সতী পানে।—
এ ভাব দেখিয়া মোর, মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
নিজহস্তে মম হস্ত ধরি, সাধিল
সে মুখাগ্নি কার্য্য। অভ্রভেদী চূড়া যথা
যায় চূর্ণ হয়ে বজ্রাঘাতে, তেমতি রে!
বক্ষঃস্থল মর্ম, বিচূর্ণ হইল তথা;
দীননাথ ভায়ে কোলে, প্রকোষ্ঠের
পাশে শুইলাম আমি রে অভাগা।
পরে তিন ঘড়া জল ঢালি শয়ে আমি; (চিতায়)
বিসর্জ্জিলাম জনমের মত, সোনার প্রতিমা গঙ্গাজলে।

সতী মম আদর্শ রমণী।

" কোথায় উপমা ?
সে প্রেম প্রতিমা
শারদ চন্দ্রমা
চরণে লোটে,
সুচারু নখর
রক্তিম অধর
সরমে কাতর
কথা না ফোটে।
ভুবন রঞ্জন
নয়নে অঞ্জন,
কোকিল গুঞ্জন
স্বরেতে বাজে,
চঞ্চল নয়ন
করি দরশন
করে পলায়ন
কুরঙ্গ লাজে।
সরু কটি হেরি,
মনোদুঃখে হরি,
সব পরিহরি
ত্যজেনা গুহা

পীন পয়োধর
চুম্বিতে অধর
উন্নত ভূধর
জিনিয়ে আহা
কিবা দরশন
হেরিয়ে গমন
ঘৃণায় বারণ
মানিছে হা'র
তিল ফুল জিনি
নাসিকা বাখানি
কিবা ভুজখানি
মৃণাল ছার!
মুক্তকেশ দাম
হেরি ঘনশ্যাম
লভিছে বিরাম
পর্ব্বতাড়ালে,
রাঙ্গা টুক্ টুক্
মরি ঠোঁট টুক,
হাসি ভরা মুখ
সতত খেলে।
কটাক্ষ বঙ্কিম
জগ নিরূপম
হানে অবিরাম
মন্মথ বাণ।

লাবণ্য আধার
রূপখানি তার
মরি কি বাহার!
(হেরি) অবশ প্রাণ।

সরলতা ভরা
চারু বিম্বাধরা,
নিরঞ্জনে গড়া
মনেতে গণি,

প্রেমের পুতুল
না হেরি বাতুল,
সৃজন অতুল
প্রতিমা খানি।

অহো! কি মুরতি!
যেন হাসে রতি,—
অপরূপ জ্যোতি,
দেয় কি শশী?

হেন রূপ ভবে
কভু কি সম্ভবে?
তাই উপনীত
হয়েছিল আসি।"

সতী প্রেম।

ফুরাল ভবের খেলা সতী চলিল রে।
জীবনের যবনিকা পড়িল পড়িল রে॥

মেজবধূ! বাঁচিয়াছ? জুড়াইয়াছ? সুখী হইয়াছ কি? কারণ সদাই তোমার মুখে শুনিতাম "মরিলে বাঁচি" "দেখো আমি মাতার ন্যায় মরিব" "সকলকে বসাইয়া রাখিয়া আমি চলিয়া যাইব।" তুমি যদি সুখী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমার সুখে আমিও সুখী। আমি কষ্ট পাই তাহাতে ক্ষতি নাই তুমিত বাঁচিয়াছ? তোমার সুখেই আমার সুখ। সেই কারণেই তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিণী ও সহধর্ম্মিণী বাচ্যা। তোমার দেবী সদৃশগুণ দেখিলে বোধ হইত তুমি দেববালা, প্রিয় বস্তুর অন্বেষণে পথহারা হইয়া এই ভয় সঙ্কুল সংসারে আসিয়াছিলে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়! অতি অল্প বয়সে এ প্রকার সংসার ধ্বংস করা সাধ্বী সতীদিগের উচিত নয়। যেন সংসারে সতীধর্ম্ম দেখাইবার জন্য পাতিব্রত্য অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং ভালবাসা ও পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ও পতির বক্ষে শক্তি শেল হানিতে ধরায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

আধুনিক অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাদৃশ গুণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে অবশ্য ২।৪ টীর থাকিতে পারে। সেই জন্য ভগবান ইহাদিগকে আদর্শরমণীরূপে সংসারে পাঠাইয়া সতীত্বের পুনরুদ্দীপন করিতেছিলেন। পরিতাপের বিষয়! এই রমণীয় স্বর্গীয় সৌরভ পরিপূর্ণ অস্ফুটন্ত সতীত্ব-কুসুম অকালে কাল-কীট দ্বারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ অনন্তে মিশিয়াছে! কি পরিতাপ! কি দুঃখের বিষয়!! কি মর্ম্মভেদী!!!

এখন তোমরা বল আমার সে রতন কোথায়? তাহার জন্য সংসার পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, কোথাও মিলেনা, যে দিকে তাকাই তাহারই অভাব দেখিতে পাই। তাহার সন্ধান জন্য পৃথিবী আলোড়ন করিলাম, পুরাণ আদি শাস্ত্র খুঁজিলাম, কোথাও সন্ধান পাইলাম না। আহা! কত ভালবাসিতাম! কত আদর করিতাম!—না—না মিথ্যা কথা। ভালবাসিতাম? এখনও ভাল বাসি, যত দিন বাঁচিব তত দিন ভালবাসিব কিন্তু যত্ন, আদর, কখন করিতে পারি নাই। চিরকাল বলিব বলিব বলিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। সতি! আমি তোমারে দেববালা বলিয়া জানিতাম, সেই ভয়ে কখন আদর করিতে পারি নাই, কখন বুকে রাখিতে পারি নাই, পাছে ব্যথা পাও। সেই মুখখানি দেখিলেই মনে হইত ইহা এ জগতের নয়; যেন অন্য লোক হইতে কোন ইষ্টধনের অন্বেষণ করিতে পথ ভুলিয়া এই পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ-পূর্ণ সংসারে আসিয়া পড়িয়াছিলে। সেই মুখে, সুধাপরিপূর্ণ হাস্যময় কটাক্ষ নিক্ষেপ, সেই ভীত ও পীযূষনিষ্যন্দিনী দৃষ্টি, যে দৃষ্টি পলকে পুলকে বলিত:—"আমি এ সংসারে অধিক দিন থাকিব না", "তোমার নব অট্টালিকায় গিয়া বাস করিব না";

"কিন্তু তোমা বই আর কাহাকেও চিনিনা, জানিনা" "আমি এ জগতের নই, আমাকে পায়ে ঠেলিও না।" হে জগদীশ! সেই অতলস্পর্শী প্রেমময়ী, আ-মরি-মরি! কেন, স্বজিয়াছিলে? সেই জন্য সেই দিন, সেই বাত্যাবিচ্ছিন্ন বাসন্তী, আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শুকতারা, আমার জীবন মরুভূমের সরসী-শোভাময়ী-পদ্মিনী, সেই মলিন রাহুগ্রস্ত শশাঙ্ক কোলে করিয়া মনে করিয়াছিলাম, যে এই পরিদৃশ্যমান জগতে কি বিচার নাই, এ বিধানের কি বিধাতা নাই, এ নিয়মের কি নিয়ন্তা নাই? হে বিধাত! কেবল কি তোমার শিল্পকৌশল দেখাইবার জন্য, না এ অধমকে পোড়াইবার জন্য সে মূর্ত্তির গঠন করিয়াছিলে? যদি গড়িলে ত ভাঙ্গিলে কেন? সেই সেই দিন হইতে আমি সংসারে একা হইলাম, সেই দিন আমার জীবনের বিজয়া দশমী!

হে বিধাত! আমাকে না বলিয়া, আমার মুখ না তাকাইয়া তাহাকে কাড়িয়া লইলে? তোমার উপযুক্ত কাজই এই! কারণ তুমি মহৎ আমি ক্ষুদ্র, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তাই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমার সংসার বন্ধন, আমার এ মানব জীবনের এক মাত্র দুর্গোৎসব কাড়িয়া লইবে বৈকি? মহৎ হইয়া ক্ষুদ্রকে যে না পীড়ন করিল তাহার মহত্ব কোথায়? প্রকৃত! সংসারে দেখিয়া আসিতেছি মহৎ হইয়া ক্ষুদ্রকে পীড়ন করে:—

দেখ সিংহ পশুরাজ বলিয়া বনে দুর্ব্বল পশু মারিয়া ভক্ষণ করে। ইংরাজ মহৎ বলিয়া সকল জাতির উপর আধিপত্য করিতেছেন। আর প্রভু! তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, আমাকে পোড়াইবে বৈকি? যে প্রতিকার করিতে পারিবে না তাহার উপর অত্যাচার করাই রাজধর্ম্ম। যে দীন হীন, যাহার কেহ নাই,

জুড়াইবার স্থান নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, ভালবাসিবার আর কিছু নাই, ভালবাসিতে আর কেহ নাই, যাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, ভূতপূর্ব্ব যার অগ্নিময় এবং হৃদয় যাহার ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মরুভূমি সম ধূ ধূ করিতেছে, তাহাকে চরণে দলিত না করিলে তোমার কিসের মহত্ত্ব, জগদীশ! পূর্ব্বে যাহা চক্ষে দেখিয়াছি এখন তাহাই দেখিতেছি, কিন্তু তাহাতে যেন বোধ হয় কি যেন নাই, কিসের যেন অভাব আছে। দয়াময়! সতী আমার চলিয়া গিয়াছে, তাহার ভালবাসা গিয়াছে, কিন্তু আমি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না কেন? আমার ত সেই সমভাব আছে। যদি বলেন সংসারের নিয়মে ইহা হইতেছে; তাহা নহে, আপনার ইচ্ছায় সকলই হইতেছে, হইয়াছে, ও হইবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল আপনাকে পূর্ণ দেখিতে পাই আর সমস্ত অসম্পূর্ণ। প্রভু! পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক, আশায় নৈরাশ্য, প্রণয়ে বিরহ, জীবে রক্ষা ইত্যাদি দেখি কেন? সংসারে যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন? যাহাকে আর এ জনমে পাইবনা তাহার জন্য আমার প্রাণ অহরহ কাঁদিতেছে কেন? বিগত সুখের স্মৃতি লইয়া আর এ সংসারে থাকিতে পারি না। দুঃখের দিনে সকল সুখ গত হইলে বিগত সুখের কথা মনে পড়া বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা মাত্র। আমার দুঃখ কাহিনী—আমার মত লোক এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও ভাল লাগিবেনা। মানুষ আপন আপন শোকভার লইতেই অক্ষম। মানুষের কাছে দুঃখ জানান কেবল উপহাস্যাস্পদ। সংসার তোমাকে ধন্য! তোমা হইতে এক-সর্ব্বার্থসার রত্ন পাইয়া বুকের ভিতর হৃদয়াভ্যন্তরে বুক দিয়া সে রত্নটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু অকস্মাৎ এক দিন বাত্যাবিচ্ছিন্ন

হইয়া সেই রত্ন তোমাতেই হ রাইলাম, কোথায় পড়িল, কি হইল, খুঁজিয়া পাইতেছি না। মিথ্যা বকিয়া মরিতেছি, আমার দুঃখ মানুষে বুঝিবেনা, এ হৃদয়দাহের পাগ্‌লামি তাহাদের ভাল লাগিবেনা; তবে যিনি আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার প্রাণের প্রাণকে ভাসাইয়া দিয়াও পাষাণে বুক বাঁধিয়া আমার মত বাঁচিয়া আছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই বুঝিবেন না। হে বিধাত! তুমি কালসর্প এত সুন্দর করিয়াছিলে কেন? সর্ব্বনাশের আকৃতি এত মধুর করিয়াছিলে কেন? সংসারে সুখ নাই। রোদন করাই সংসারের নিয়ম, হাস্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। আমরা ভূমিষ্ট হইবা মাত্র রোদন করি। অনেক সময় মনে করি এ মনুষ্য জন্ম কেন? আমার বোধ হয় কাঁদিবার জন্যই মনুষ্য জন্ম। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র রাবণের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ জন্য প্রণয়িনী স্ত্রী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। যিনি কখন কাঁদেন নাই তিনি নীচ। তবে হইতে পারে আমার কান্নায় স্বার্থপরতা আছে, পরের জন্য যে কাঁদে সেই দেবতুল্য।

সতী আমার গিয়াছে। এ শোকতাপপূর্ণ সংসার,—এ হাহাকারের সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে, সে জুড়াইয়াছে, শান্তির উৎসাঙ্গ স্বপ্নবিহীন নিদ্রাভূত হইয়াছে, সে চিরদিনের মত জুড়াইয়াছে, সে বাঁচিয়াছে, তাহার হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে। যে স্থানে সে গিয়াছে সে স্থান "প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য"। তথায় অত্যাচার নাই, বিপদ নাই, দুঃখ নাই, বিচ্ছেদ নাই। সে স্থানে সবই ভাল, সবই সুন্দর, সবই পবিত্র! তবে এই জন্য দুঃখ করিতেছি প্রাতঃসূর্য্য প্রাতেই অস্তমিত হইল কেন? এ পাপ সংসারে কোন ভাল জিনিষের আদর নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে

ফুল শুকাইত না, রূপ বিকৃত হইত না, প্রেম ভাঙ্গিত না। আমি মরি তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু সে মরিল কেন? আমি পুড়ি তাহাতে ক্ষতি নাই, সে পুড়িল কেন? তাই বলি সংসারে ভাল জিনিষের কদর নাই।

দেখ কিংশুকের গন্ধ নাই, ইক্ষুর ফল নাই, সুখের শান্তি নাই, শান্তিতে সুখ নাই। দুঃখের দুঃখী মিলেনা, সুখের সুখী ঢের মিলে। মনের কথা বলিবার জন্য মনের মতন মানুষ খুঁজিয় পাইনা। দুঃখ একজন লইতে চায় কিন্তু সে থাকিলে আবার দুঃখই বা কি? আমার ধন না থাকে, সহায় না থাকে, বন্ধু না থাকে, অর্থ না থাকে, বিষয় না থাকে, গৃহ না থাকে, আমার আমিত্ব না থাকে ক্ষতি নাই কিন্তু সে থাকিলে আবার দুঃখ কি?

এখনও অন্যান্য আমার সব আছে, হাঁসি আছে, রোদন আছে স্নেহ আছে, প্রেম আছে, অনুরাগ আছে, আশা আছে, পাইবার আশা আছে তবে এ জন্মে নয়;—না থাকিলে কি মানুষ বাঁচে? অল্প হোক বা অধিক হোক সবই আছে কেবল সেই সংসার বন্ধন গৃহলক্ষ্মী নাই সে চলিয়া গিয়াছে। বড় সুন্দর ভাব! মরি! মরি! স্মৃতিপথে দেখা দিলে এখনও যেন কেমন হইয়া যাই। এ সংসার রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে বটে কিন্তু তেমন রত্ন আর নাই, এ অনন্ত বিশ্বে অনেক চাঁদ আছে কিন্তু এ পৃথিবীতে একটি বই ছিলনা! যে মূর্ত্তি দিনান্তে সহস্রবার দেখিয়াও চক্ষের তৃপ্তি হইত না, যে মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াও সুস্থ ছিলাম না, সে মূর্ত্তি একেবারে অন্তর্হিত হইলে কেমনে বাঁচিব!

But if I live, time alone will assuage all. হায়! কালস্রোতে সবই ধুইয়া যায়, রূপলাবণ্য, যৌবন, সুখ,

আশা সব ভাসিয়া যায় কিন্তু দাগ মুছেনা, হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেও সে দাগ যায়না; কিন্তু সেই দাগ মিলাইবার জন্য আবার নূতন প্রলেপ দিলে, কেবল সে ভূতের বোঝা বহন করা হয়। আমি ত রূপে মোহিত ছিলাম না, আমি জানি রূপ কয় দিনের জন্য? নব প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়; পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, যোদ্ধার মস্তকের ন্যায়, প্রণয়ীর সুখের ন্যায়, আর আমার মানস-পটে সেই মুখখানির ন্যায় এই আছে এই নাই।

জগতে সুখ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। সুখ আপন আপন আশ্রয়। আমাদের নিজের নিজের সহবাসকে স্বর্গবাস বলে। কেহ কাহাকেও সুখী করিতে পারে না। হে জগদীশ! আমার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার জন্যই কি আপনি আমার এই সপ্তবিংশ বয়সে আমার পত্নী হরণ করিলেন? হে ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। কিন্তু প্রভু! বিবাহ কি প্রকারে করি? প্রাণ একটি, তাহা একজন অধিকার করিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিবনা, কারণ কোন জিনিষ দিয়া যে ফিরাইয়া লয় সে মহাপাপী। একবার যে জিনিষ একজনকে দিয়াছি, তাহা আবার আর একজনকে দিবার অধিকার কি?

সাবিত্রী বলিয়াছিলেন :—

"সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোহপিবা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মনা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥"

বাস্তবিক! স্ত্রীর পক্ষেও যেমন পুরুষের পক্ষেও তেমন। যদি পুরুষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীগণের হয়না কেন? শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ মত ত আছে।

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
সা চেদক্ষতযোনিঃস্যাৎ গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি", মনু॥

তবে সেইমতে কিম্বা ব্রাহ্মভগ্নিগণের মতে আমাদের স্ত্রীদের কি দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়া উচিত নয়? প্রচলিত মতে প্রকৃত তাহা নহে, যদি আমিই মরিয়া যাইতাম তাহা হইলে সে কি বিবাহ করিতে পারিত? স্ত্রীর সহধর্ম্মিণী নাম কি জন্য?

সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে সমভাব হওয়া কর্ত্তব্য। তবে যদি কেহ নির্ব্বোধ হইয়া বলেন যে অনেকানেক বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিও দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন বা করিতেছেন, হইতে পারে? তাহা আমি নতশিরে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু সে স্ত্রী সহধর্ম্মিনী বা ভার্য্যা নামের যোগ্যা নয়। তবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা তাহা দমনে অসমর্থ ভাবিয়া অসৎ-

গামী হইবার সম্ভাবনায়, বা সংসার বজায় করিবার জন্য অথবা বৃদ্ধাবস্থায় দাসী অভাবে সেবার জন্য অপর কোন স্ত্রীতে আশক্ত হইতে পারা যায়, তাহাকে বিবাহ বলা যায় না।

পুনর্ব্বার বিবাহের কথা মনে হইলে পূর্ব্ব স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাকে দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু স্মৃতি কাহাকে বলি?

যাহা নাই তাহারই মানসিক ভাব সমষ্টির নাম স্মৃতি। হারান জিনিষের তালিকা মাত্র। স্মৃতি না থাকিলে মনুষ্যের উন্নতি হইত না। যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার জন্য যে লালায়িত সে বড় দুঃখী, আবার যাহার কোন অভাব নাই তাহার মত দুঃখী নাই। অভাব থাকিবে এবং তাহা পূর্ণ হইবে তবেই সুখ। ওহে প্রেমময়! আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না! দিবানিশি হৃদয়ে বিরহ-অনল জ্বলিতেছে। লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক দংশন সম উৎকট যাতনা আর সহ্য হয় না! স্মৃতিই পিশাচী! যদি আমাকে বর দেন, তবে এই বর দিন, যেন তাহাকে পাই, যদি না পাই তবে মৃত্যু চাই।

সেই সতী পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আবার এ আকাশে চাঁদ উঠিবে, এ সমুদ্রে দ্বীপ ভাসিবে, এ অরণ্যে পথ জাগিবে, আবার সংসার সুন্দর দেখিব, আবার গৃহের আকর্ষণী শক্তি ফিরিবে, চক্ষের জল শুকাইবে, হৃদয়ের শ্বাস মিলাইবে এবং আমার দুঃখশর্ব্বরী পোহাইবে। বিড়ম্বনা! বিড়ম্বনা!! বিড়ম্বনা!!!

অসম্ভব! স্বপ্ন-প্রহেলিকা! শূন্য হৃদয় অপেক্ষা যন্ত্রণা ভাল। হৃদয় পুড়িতেছে বটে, কিন্তু না পুড়িলে পবিত্র হইবে কেন? না পোড়াইলে সোনাও খাঁটি হয় না। শোক তাপ না থাকিলে সহৃদয়তা জন্মিবে কেন? রমণীর মুখ-শশী হৃদয়ে না থাকিলে ধর্ম্ম-

গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। সে আমার ধর্ম্মের বন্ধন। কিন্তু অন্য কোন স্ত্রীলোক এ হৃদয়ে বোধ হয় স্থান পায় না। এ পাপ সংসারে রমণীর মুখ ব্যতীত দেখিবার, রমণীর স্বর ব্যতীত শুনিবার, ধর্ম্মশিক্ষার জন্য রমণীহৃদয়ের মত আদর্শ আর কি আছে? শরীরের উপর অত্যাচার অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার অত্যাধিক অধর্ম্ম এবং হৃদয়ের উপর অত্যাচারের ন্যায় আর অধর্ম্ম জগতে নাই। আমাকে রাখিয়া সে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার এত দুঃখ কিন্তু যদি তাঁহাকে রাখিয়া আমি চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে তাহার কি হইত? পুরুষের এক বন্ধন ছিঁড়িলে সহস্র সহস্র বন্ধন থাকে, স্ত্রীলোকের একটি মাত্র বন্ধন; তাহা ছিঁড়িলেই সব ফুরায়। তার পিতামাতা নাই, ভাই বন্ধু নাই, ত্রিজগতে তাহার স্বামী বই আর কেহ নাই। যে দিন তাহার বিবাহ হইল; সেই দিন হইতে তাহার সকল হইল;—স্বামীই পিতা মাতা, স্বামীই ভাই বন্ধু, স্বামীই ধ্যান, জ্ঞান, স্বামীই সর্ব্বস্ব, স্বামীই ইহলোক পরলোক, স্বামীই ব্রত উপবাসাদি, স্বামীর চরণ সেবাই প্রধান ধর্ম্ম, স্বামীমুখই তার সংসারের তরণী, স্বামীচরণ তার ভবসাগরের ভেলা। স্বামী তাহাকে পদাঘাত করিলেও সে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইবে না। বাস্তবিক, এই সকল গুণ সম্পন্না না হইলে স্ত্রী ভার্য্যাপদবাচ্যা হয় না, কারণ মহা পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন :—

"সা ভার্য্যা যা শুচির্দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা॥"

তিনি ইহাও বলিয়াছেন :—

"দুর্লভং সুনৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥

দুর্লভ হইলেও ঈশ্বর আমাকে সে সংসাররত্ন দিয়াছিলেন। স্ত্রী, বিশেষতঃ সাধ্বী সতীস্ত্রী, যে এই মানব সংসারে কি অমূল্য রত্ন তাহা জ্ঞানী মাত্রেই জানেন, তাই মহাপণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেনঃ—

"সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণিঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃপ্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎ সবংগৃহম্॥"

অপরঞ্চ

"অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়ব্বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা
ষড়্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥"

কিন্তু আমি জানিয়াও তাহা জানিতাম না। তাই ভগবান **রতনে যতন** পরীক্ষা করিবার জন্য আমার নিকট **গোপী-মুঞ্জরী দেবী** নাম্নী সে অমূল্য রত্ন পাঠাইয়াছিলেন; পরে তাহাতে অনাদর দেখিয়া, বানরের গলদেশে মুক্তারমালা অযোগ্য ভাবিয়া, তাহা পুনরায় কাড়িয়া লইলেন। কন্যাকে শৈশবে পিতা রক্ষা করেন কারণ মনু বলিয়াছেন ঃ—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি॥"

বিবাহ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু স্ত্রীর উপর পতির যাহা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই করিতে পারি নাই। তাই বলি আমার মত অভাগা হতভাগ্য কুপুত্রের বাঁচিয়া জীবনে কি সুখ আছে? যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলাম সেই স্নেহময়ী জননীর কোনরূপ সুখ বর্দ্ধন বা সেবা করিতে পারিলাম না এবং যাঁহার অংশে এই মানবদেহ পাই-লাম সেই পূজ্যপাদ পিতারও সেবা বা সুখ বর্দ্ধন করিতে পারি

নাই বরং আমাদের জন্য হওয়াতে এবং আমাদের অমঙ্গল আশ-ঙ্কায় ও সুখবর্দ্ধন কামনায় তাঁহাদের দুঃখ বর্দ্ধন হইয়াছে।

অধিক আর কি কহিব, যাঁহার সেবায় ও চিন্তায় অহরহঃ নিমগ্ন থাকিব বলিয়া মাতৃজঠরে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম. তাঁহাকে ত আদৌ স্মরণ হইল না, তবে আমার মৃত নারকী আর কে আছে? মানব প্রাণে সকলই সহ্য হয়, নতুবা আমি ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিতাম না। তাহার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধকৃত মধুসংক্রান্তি, বারমেসে ফল, গুপ্তধন, গুয়াপৈতা, চাঁপাপৈতা ব্রতাদি উজ্জাপন হইয়াছে, দিনান্তে দিন গত হইতেছে কিন্তু কৈ যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা হইল কৈ? মনে করিয়াছিলাম কলিকাতায় নানা প্রকার ব্যারাম হইতেছে, কুপথ্য করিলে তদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জ্বালা দূর হইবে কিন্তু কৈ অভাগার ত মৃত্যু হইল না?

আমার ইচ্ছা এখনি মরি কিন্তু তাহা হইলে পাপের শাস্তি কি রূপে হয়। সংসারে অমূল্য সাররত্ন হারা হইয়াও মানুষের উদর আহারার্থে ব্যস্ত হয়, ইহা আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। আমি প্রত্যহ আহার করিয়াছি ও করিতেছি, নিদ্রা যাইতেছি, অর্থো-পার্জ্জনের জন্য চাকরীস্থান যাইতেছি, লোকসমাজে মুখ দেখাইতে ঘৃণা হইতেছেনা। দেখিতেছি একে একে সবই হইতেছে কেবল সেই অমূল্য ধন আর পাওয়া যাইতেছেনা। তাই বলি এ জীবন ধারণ কেবল লাঞ্ছনা মাত্র। সংসারে স্ত্রী বিয়োগের পর স্বামীর এবং স্বামী বিয়োগের পর স্ত্রীর জীবনধারণ যে কি ভয়াবহ ও নিগ্রহ তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি (পণ্ডিত বা বিদ্যান হইলেও) বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কোন লম্পট্ স্বভাব, অর্থগৃধ্নু, বা স্বার্থপর ব্যক্তির সহিত

তুলনা করিয়া এই সকল কথা উল্লেখ করিতেছিনা। আমি যাহার বিষয় বর্ণনা করিতেছি বা করিলাম, তাহা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবেনা। লোকে আমাকে পাগল বলিবে,—তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তাহারা যেন স্ব স্ব গুণাবলী আলোড়ন করিয়া, তবে বলেন, ইহাই আমার ব্যক্তব্য।—লোকে আমাকে স্ত্রী আশক্ত বলিবে কিন্তু পরস্ত্রী আশক্ত ছিলাম না, তবে আমি জীবিত থাকিলে পরে যে কি হইব, তাহা বলিতে পারিলাম না। কারণ আমার মত লোকের ভবিষ্যতে অমুক হইবেনা বা করিবনা বলা বড়ই মূর্খতা। সমাজ-পদ্ধতি অনুসারে স্ত্রী আমাদের দাসী বটে, কিন্তু প্রকৃত তাহারা আমাদের দাসী না আমরা তাহাদের দাস? উভয় শঙ্কট! মোট কথা যেখানে ভালবাসা আছে সে খানে উভয় উভয়ের দাস ও উভয় উভয়ের প্রভু। স্ত্রী পুরুষের এই প্রকৃত সম্বন্ধ। আমরা দিবারাত্রি তাহাদিগকে বুকে করিয়া রাখি, মুখে ঘাম দেখিলে দশদিক্ অন্ধকার দেখি, শুষ্ক মুখ দেখিলে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, চক্ষে জল দেখিলে তাহা মুছাইবার জন্য প্রাণ দিতে পারি, চরণে কাঁটা ফুটিলে শেল বিধে, যাহাকে বুকের ভিতর, বুক ঢাকা দিয়া রাখিলেও পাছে ব্যথা পায় বলিয়া ভয় হয়। আমরা মরি, পুড়ি তাহাতে দুঃখ নাই তাহারা সুখে থাক। আহা! সাধ্বী-সতী পতিব্রতা রমণীকে যে বিলাসের উপকরণ মনে করে এবং জঘন্য পশুবৃত্তি চরিতার্থের সামগ্রী বলিয়া জানে, সে মূর্খ, নীচ, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য, সে নরাকারে নররূপী পিশাচ। যখন সংসারে প্রথম আসি তখন পাছে কষ্ট পাই তাই জননী প্রকৃতি কতকগুলি সঙ্গে দিয়াছিলেন, সরলতা, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, আশা, কল্পনা দিয়াছিলেন; কিন্তু একেবারে

সব হারাইয়া গেল। জগদীশ! তুমি কি মানবের পিতা? সন্তানের জন্য পিতার যে স্নেহ তাহা তোমার কৈ? সংসারে এত দুঃখ দিয়াছ কেন? বিরহ-শ্বাস দিয়া মানব হৃদয় গড়িয়াছ কেন? কেবল রোদন করিবার জন্যই কি আমাদিগকে রঙ্গভূমে পাঠাইয়াছ? তুমি দয়াময়, তুমি ইচ্ছাময়, তুমি সর্ব্বশক্তিমান; তবে এ সংসারে এত দুঃখ কেন প্রভু! দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই দয়া। এ জগৎ সংসারে আমার আর জুড়াইবার স্থান নাই, এক জনের অভাবে সব অন্ধকারময় হইয়াছে; কিন্তু হরি! তোমার দয়ার বালাই লইয়া মরি! সতি! একবার ফিরে আয় রে, জন্মের মত যেও না, প্রাণাধিকে! আর একবার মাত্র এস, আমার কাছে থাকিওনা, কারণ আমি পাষাণ, নিষ্ঠুর, কষ্ট দিব, কেবল একবার মাত্র দেখি রে, সেই মৃদু মৃদু ভুবন ভুলান হাঁসি একবার হাঁস দেখি রে!—সোহাগে, ভৎসনায়, আলিঙ্গনে যাহা সমান। ধন্যা! ধন্যা তুমি! ভার্য্যা নামের যোগ্যা। তোমার ও তোমার ন্যায় গুণযুক্ত স্ত্রীগণ হইতে স্ত্রীজাতি জগতে চিরস্মরণীয়া হইবে।

বিবাহকালীন বন্ধুগণ-বিরচিত যুগল সঙ্গীত।

১ নং গীত।

হরেকৃষ্ণ হরে গোপী একি দেখি (আজ) সুলক্ষণ।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি হৃদি ক'রেছে হরণ॥
আঁখিতে মিলায়ে আঁখি আর কি রেখেছে বাকি
ফাঁকি দিয়ে মন পাখি মাখামাখি এ কেমন॥
অধর অধরে হাসি, উগরিত সুধারাশি।
সে হাসি চকোরোল্লাসি পরহাসি পরায়ণ॥
আবরিত মুখ ইন্দু, স্ফুরিত অমিয় বিন্দু
উথলিত প্রেম সিন্ধু বিভোর প্রেমিক জন॥
সে মুখ হেরিয়া-হরি, হৃদয়ে রেখেছে ভরি
প্রতিহারী সুধু তারি, আছে দুটি সুনয়ন॥
দেহ তরু সমাকুল, ধরিয়াছে দুটি ফুল
জুটিয়াছে অলিকুল গণিছে ফল আগমন॥
নব দেহে নব কাশ, নব নব পরকাশ
নব মন নব আশ নব নব আলাপন॥
নব রস নব বেশে, নব নব হৃদিদেশে
নব ভাবে হেসে হেসে পাতিছে নব আসন॥
একি চুরি বা চাতুরী, বুঝে না বুঝিতে পারি
অবলা সরলা বালা সহে কি এ জ্বালাতন॥

২ নং গীত।

এস সখি, এস দেখি, এস ত্বরা, এস লো।
হরেকৃষ্ণ হরে গোপীমুঞ্জরী মানস লো॥

ভেঙ্গেছে হৃদয় দ্বার, নয়ন মুদেনা আর
পশিয়ে হৃদি-ভাণ্ডারে লুটেছে সে রস লো॥
লুটিয়া সকল ধন, হরিয়া প্রেম-রতন
ঢেলেছে সুরস ভরা অমিয় কলস লো॥
নাহি সে মদন ফাঁশি, নাহি সে হাসির রাশি
বদন উজল শশী এবে পরবশ লো॥
আলু থালু কেশ পাশ, মেঘমালা পরকাশ
সরস আনন ভরা মরি! যে বিরস লো॥
শরীরে ঝরিছে স্বেদ, আধ আধ স্বর ভেদ
মদন আশয় ভেদ ক্ষরিছে সে রস লো॥
রেখে গেছে স্পর্শমণি, নিয়ে গেছে রসের খনি
নীরস শরীর ভরা উজল সে রস লো॥

বৈষম্য।

তাই বারংবার সকাতরে ডাকি হে
তোমারে প্রভু ! ওহে অগতির গতি,
পতিতপাবন, ভক্তের নিদান তুমি !
দেখো প্রভু ! রেখো মনে এ অধম জনে অন্তিমে।
তাই কহি হে তোমারে দয়াময়
হে ঈশ্বর ! কি দশা হবে আমার ?

অকস্মাৎ বজ্র মারি, কাড়ি মম প্রাণেশ্বরী,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন।
সব আশা দূর করি, রাখিলে অবনীপরি,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥
আমার সম্বল হরি ! ছিল সেই গোপেশ্বরী,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে।
সে সতী করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥
চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে পাই ব্যথা
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥
আছে দুটি কন্যা তাঁর, সদা খুঁজে মা আমার
কোথা কেন আছে গো বল না ?
শুনিলে তাদের কথা, পাই হে হৃদয়ে ব্যথা
এ কি তব আমারে ছলনা ! ॥
সকলি আছে আমার, তবে কেন শূন্যাগার ?
গেহ এবে হয়েছে শ্মশান।

ঋতু আদি বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
জীবনে আমার সুখ হলো অবসান ॥
কি নিয়ে থাকিতে হবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার ।
বৃথা এবে এ জীবন, হারাইয়া সে রতন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার ॥
যদি বর দেহ মোরে, পাই যেন জন্মান্তরে
পত্নীরূপে গোপী সতী ধনে ।
আর যেন কোন কালে ভার্য্যার বিচ্ছেদানলে
জ্বলিতে না হয় হে পরাণে ॥
বাল্যে পিতার নিধন, করো না দেবকী-ধন
বড় ব্যথা লাগে তাহে হরি ।
তাই বলি ভগবান ! এই ভিক্ষা কর দান
(যেন) সুখে কাটে দিবস শর্ব্বরী ॥
পিতৃ মাতৃ সেবা করি, পূজিয়ে তোমারে হরি
কাটাইতে পারি হে জীবন ।
স্ত্রীরা সুত পরিবারে সুখে রাখি নিজাগারে
(অন্তিমে) জাহ্নবী জলে যায় হে জীবন ॥
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই
তুমিই হে আশ্রয়ের সার ।
জীবনের প্রাতঃকালে, প্রাণ-সতী কেড়ে নিলে
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার ॥
তাই কহি হে ঈশ্বর ! কি হবে আমার ?

———:———

এত ভালবাসায় যে বিচ্ছেদ হইবে তাহা কখন মনে ছিলনা। সতি! তোমা ছাড়া হইয়া যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সংসার করিতে হইবে, চাকরী করিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না। আমার হৃদয়ের ভিতর যে কি হইতেছে, তাহার সাক্ষী, আমার এই হৃদয়। প্রণয়কে যে দোষাবহ মনে করে সে মূর্খ, মহামূর্খ, গণ্ডমূর্খ। মনুষ্য জীবনে যত কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, প্রণয় সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। তাই বলি প্রণয় ধন্য, প্রণয় নমস্ত, প্রণয় পূজ্য, প্রণয় ধর্ম্ম, প্রণয় দেবত্ব, প্রণয় ঈশ্বর। আমার দুঃখ আর কিছুই নাই কেবল সতী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইল, এই আমার নিদারুণ দুঃখ।

এ সংসার অতীব বিচিত্র! কেহ পাল্কী চড়ে, কেহ পাল্কী বহে, কেহ মৎস্যের মুড়া পায়, কেহ বন্দুকের ছড়া খায়। আমার মন এখন শ্মশান হইয়াছে, কিছুতেই আমার মন নাই; কেবল এখন আমার মৃত্যুতে মন আছে। মৃত্যুই যাহার মঙ্গল তাহার মৃত্যু হয় না কেন?

ভালবাসার পরিণাম কেবল হাহাকার। যে ভাল সে চলিয়া যায়, যে মন্দ সে পড়িয়া থাকে। যে মরিলে দশজন কাঁদিবে, সেই চলিয়া যায়; আর যার জন্য কেহ কাঁদিতে নাই সে মরে না। এ মনুষ্য জন্মই কি দুঃখ ভোগের জন্য?

যে মুখ মলিন দেখিলে এক দিন দশদিক্ শূন্য বোধ হইয়াছে, সে মুখ না দেখিয়াও ত প্রাণ ধরিয়া আছি! আর কেমন করিয়াই বা সেই মুখে অগ্নি দিলাম! এক দণ্ড যে চক্ষের আড় হইলে দেহে প্রাণ থাকিত না, এখন সে যে চিরকালের মত চক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছে তাহাও ত প্রাণে সহিল!

এখন চিরকাল কাঁদ, আজীবন কাঁদ, কান্নার শেষ নাই,

কান্নার পরিণাম কান্না বৈ আর কিছুই নহে; তাই বলিয়াছি এ জগৎ-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ। ভাব চক্ষে দেখ-দেখিতে পাইবে, রমণী কি রমণীয়! আ-মরি-মরি!

"Oh! fairest of Creation, last and best of all God's work!"

Milton.

লজ্জাই তোমাদের সৌন্দর্য্য, লজ্জাই তোমাদের চরিত্রের কুহক, তাই লজ্জাশীলাকে বুকে ধরিয়াছিলাম। লজ্জাই প্রণয়ের ভেল্কি! কিন্তু হায় রে দশা! যত দিন সে ছিল তত দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। এখন যেই সে চলিয়া গিয়াছে তাই তার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। মানুষ যত দিন বাঁচে, তত দিন তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝে না। জিনিষ যত দিন থাকে তত দিন তাহার আদর হয় না। তখন মনে হইত বুঝি চিরদিনই এমনি যাইবে, মনে করিতাম এ প্রণয়ে বুঝি বিচ্ছেদ হইবে না। কিন্তু সতি! স্ত্রীর ইচ্ছা স্বামী রাখিয়া যাই এবং স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রী রাখিয়া যাই, তবে যে ভাগ্যবান, যে ভাগ্যবতী, তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়; ইহা পাশ-ক্রীড়া সদৃশ। যাহা হউক ইহজন্মের অক্ষক্রীড়ায় তোমার নিকট হারিলাম, তোমারই জয় হইল। তাই বলি তুমি সাধ্বী, পতিব্রতা, আদর্শ-রমণী। তুমি যে সাজে গিয়াছ, রমণীগণের যে সাজ চির আকিঞ্চন, কিন্তু তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? রমণীর বৈধব্য দশা কি হৃদয়-বিদারক! যাঁহার হইয়াছে তিনিই জানেন; পুরুষ পত্নীহীন হইলে অন্য এক স্ত্রী লইয়া ভুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রমণীর প্রচলিত মতে আর নান্যপন্থা। তাই বলি, বৈধব্য কি ভীষণ!

কোথায় গমন?

সতি! কোথায় চলিলে?

প্রখর সূর্য্যের প্রায়, উজ্জ্বল করি ধরায়
এত দিন ধরাতলে পাতিব্রত্য সাধিলে,
স্বামী ত্যাগ করি এবে কোথায় চলিলে?
নারীকুল-হিতব্রত সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে,
কোথা সতি! পতিপ্রাণ কোথায় চলিলে?
এখন চ'লেছ যেথা সে দেশ কেমন?
কিবা তার স্থল, জল, কি ঋতু সেথা প্রবল,
কুসুমের কি সুগন্ধ, কেমন কিরণ?
কি পাখী সেখানে গায়, কি বর্ণ রঞ্জিত তায়,
প্রকৃতির কিবা সজ্জা কেমন গগন?
সে ক্ষিতি মাটীর কিম্বা গঠিত কাঞ্চনে?
বায়ু বহে কি প্রকার, ফল বৃক্ষ কি আকার
গগণে আছে কি সেথা চন্দ্র তারাগণে?
দিবাকরে কিবা দ্যুতি, অনলের কি আহুতি
জীবের সুখের গীতি কেমন সেখানে
সেথা কি নির্ঝর খেলে, সেখানে কি শোভা ঢালে,
নদ, নদী, শৈলমালা, গিরিকুঞ্জবনে?
যে দেশে চলেছ তুমি ত্যজি স্বামী-ধন
দয়া, মায়া, কোমলতা, সে দেশে কেমন?

খেলা ঘরে খেলা সারি, সেই দেশ লক্ষ্য করি,
বহিতেছি এক প্রান্তে দুর্ব্বহ জীবন ;
একাকী যাইতে হয়, থেকে থেকে তাই ভয়,
তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ !
যেতে পথ কি প্রকার, আলো কিম্বা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিম্বা ভুজঙ্গ গর্জ্জন ?
সুখে কি ক্লেশেতে সেথা হয়েছ উদয় ?
পথে পেয়েছিলে তরু, কিম্বা পথ শুধু মরু,
একা যেতে ক্লান্ত হ'লে কি করিতে হয় ?
যেতে পথে মেলে ফল, মেলে কি তৃষ্ণার জল,
প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদেনা সেথায় ?
একাকী অজানা পথে, নিঃসহায় যেতে যেতে,
অকস্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে ওঠে ভয়
আতঙ্কে শিহরি ডরে, ডাকিলে চীৎকার ক'রে
আসে কি রক্ষক কেহ মহা দয়াময় ?
(সতি !) জীবনের প্রহেলিকা, ভেদি, তব-কুহেলিকা,
জীবন পরিখা পারে কিছু কি বুঝিলে ?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া, কেন এত দয়া মায়া
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে ?
জড় জীবে কি বন্ধন, কে করিল সংঘটন,
জীবাত্মা মানব-দেহে কা হতে সঞ্চার ?
এ গূঢ় রহস্য কথা, প্রকাশ হয় কি সেথা
অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার ?
সতী অঙ্গে চিহ্ন রাখি, সতীন্দ্রের জ্যোতিঃ মাখি,

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-ধামে তুমি লো চলিলে ;
তোমারে হইয়া হারা, আমি লো জীয়ন্তে মরা,
কি সান্ত্বনা আমার লো জুড়াতে রাখিলে ?
কি আর বলিব প্রিয়ে ! চির-সুখী হও।
স্বভাব দেবীর ন্যায়, কার্য্য তব দেবী প্রায়
মলিন মর্ত্তের তরে তুমি সতি ! নও
দেব লোক হ'তে এলে, দেব লোকে যাও।
সেবিবে দেবতাচয়, সে রাজ্যে দেবত্বময়,
দেব-দেবী-সনে তুমি ভালবাসা লও,
দেব-লোক হতে এলে, দেব-লোকে যাও।
দেব বাসে দেব পাশে, দেব দেবী ভালবাসে,
দেবী-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেব-লোক হ'তে এলে, দেব লোকে যাও।
কত সাধ হয় মনে, মিলিয়া তোমার সনে,
ভ্রমি চরাচরময় করি নিরীক্ষণ ;
জীব-স্তরে পরে পরে, সুখ দুঃখ কিবা ঝরে
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।
ফলিবে না সে আশা কি, বৃথা আকিঞ্চন ?
আমার বিশ্বাস এই, প্রণয়ের অন্ত নেই,
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে
অনন্ত কালেও আর, পার্থক্য নাহিক তার
দুই স্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে।"
ভুল না ভুল না সতি ! তোমার অধম পতি
স্বপনে লো দেখা দিও কাতরে ডাকিলে,

ফুরালে কালের খেলা, অকূলে ভাসিলে ভেলা,
ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে ।
কোথা সতি, গোপেশ্বরী কোথায় চলিলে ?
সতীত্বের ডঙ্কামারি, ঘর, বাড়ী শূন্য করি
কোন্ অভিমানে তুমি আমারে ত্যজিলে ?
মর্ত্ত পরিহরি বুঝি ত্রিদিবে চলিলে ?

জীব-তত্ত্ব।

কি ছিলাম, কি হলাম, সেই বা কোথায়?

মৃত্যুর পর জীব যায় কোথায়? কি হয়?

ইহার কি মিমাংশা হইবেনা? কিন্তু শুনিতে পাই "আত্মার বিনাশ নাই"।

ইংরাজ মহাকবি লঙ্গ্‌ফেলো বলিয়াছেন :—

"Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
"Dust thou art to dust returnest"
Was not spoken of the soul."

যদি পুনর্জন্ম হয়, তবে জগদীশ! তুমিও ইহার মধ্যে আছ, কারণ তোমা ছাড়া জগৎ নয়। কথিত আছে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ", তবে তুমিই এই দুস্তর সংসারের অভিনেতা; ছায়াবাজী আকারে আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতেছ। যদি তুমি জ্ঞান দাও তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সংসারের ঘটা ঘটন তোমা দ্বারাই হইতেছে।

হে ভগবান! ভক্তের নিদান
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, ভকত বৎসল, প্রভু!
তোমার ইচ্ছায়, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
হইতেছে বিশাল সংসারে।

যদি বল কর্ম্মগুণে ভুঞ্জে জীব
সুখ দুঃখ সংসার মাঝারে, হরি!
কিন্তু দয়াময়! জিজ্ঞাসি তোমায়,
সে কর্ম্ম করায় কেবা?
তুমি আদি, তুমি মধ্য; তুমিই
হে অন্ত হরি! সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
তোমাতেই হয়, সকলই করাও
তুমি; তাই, হরি! জানাই ঐ
শ্রীচরণ-কোকনদে, মম কর্ম্মফল
লইতে তোমায়, জন্মে জন্মে
আর যেন হেন কর্ম্মভোগ
কোন জন্মে ভুঞ্জিতে না হয় হে ঈশ্বর!
পুরাও বাসনা মম, যে বাসনা আমি
প্রতিদিন জানাই তোমারে ভগবান!
লিখিতে সে বাসনা আমার
লেখনি কি পারে হে কখন!!
'তাই কহি ভগবান! মলে কি হে সবই ফুরায়?
বল বল দয়াময়! মলে কি হে সকল ফুরায়?
এই জীব আর নাহি আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে নাহি হয় বারে বারে
কর্ম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়?।
এই দেখি এই এই দেখিতে দেখিতে নেই
এই এই সেই সেই শুনি পরস্পর॥

এই সব এই সব এই রূপ এই ভব
কে মরে কে বেঁচে থাকে বোঝা দায়!
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ পাঁচ পাঁচ পায়॥
অবিনাশী চিদাভাস তার কভু নাহি নাশ
তবে দেহ নাশে কেন করি হায় হায়?।
কে মরে কে পায় মুক্তি বুঝিতে না পারি যুক্তি
নানা জনে নানা উক্তি শুনে হাঁসি পায়॥
এই বলে হলো হলো এই বলে মলো মলো
কেবা হলো কেবা মলো সুধাইব কায়?।
যত লোকে পরস্পরে বিচার বিতর্ক করে
ঠিক যেন সম্ভাষণ কালায় কালায়॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন কানায় কানায়।
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে হাঁসিয়া উড়ায়॥
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে মুখে যেন খই ফোটে
কার সাধ্য এটে ওঠে কথার ছটায়।
কুত ছাঁদে করি ছাঁদ বাদী হয়ে তুলে বাদ
যুক্তি হীন তর্ক বাদ কতই ঘটায়॥
কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়া সাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি আকাশের প্রায়॥

তুমি কৃপা কর যারে ত্রিতাপে তারাও তারে
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়।
ফলত তোমার তীত! কিছু মাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে সমুদয়॥
নিজ কর্ম্ম উপসর্গ তাতেই নরক, স্বর্গ
পুণ্য পাপে সুখ দুঃখ ভোগায় ভোগায়।
মরি মরি আহা আহা!! তোমার বিচার বাহা
কেহই জানে না তাহা হায় হায় হায়!!
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি যে বলে বলাও বলি
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
কিন্তু নাথ মনে জানি নর বটে মহাপ্রাণী
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?
ভব-সিন্দু পার হেতু জ্ঞান রূপ এক সেতু
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার সাগর পার কেহ নাহি হয় আর
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ॥
হায় হায় হাহাকার মুখে রব সবাকার
জীবিকার সঞ্চার কারণ।

সন্তোষের সমাচার কেহ নাহি লয় আর
বৃথা করে জীবন যাপন॥
কৃপা কর কৃপা কর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ নই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার॥"

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

সকল হৃদয় এক নহে কেন? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সকলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু সকল হৃদয় হইতে ইহা সমস্বরে প্রতি-ধ্বনীত হয় কি? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ঈশ্বর। বিবেক পথ প্রদর্শক হইয়া পাপ পুণ্যের তত্ত্ব প্রদর্শন করিতেছে। বিবেক কি? তাহার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য কেন? বিবেক যদি হৃদিস্থিত ঈশ্বরের বাণী হয়—তবে ইহা সকল হৃদয়ে সমান নহে কেন? কেহ বা মনুষ্য জীবন হনন করিয়া পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা তাহা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন কেন? যে হিন্দুজাতি এক দিন প্রাণের পুত্রকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, অবলা রমণীকে মৃত-স্বামীর সহিত দাহ করিয়া কত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন, কেন আজ তাঁহারা সেই কথা স্মরণে সিহরিয়া উঠেন? কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতিই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে. সুতরাং ইহা একটী সাধারণ সত্য"। কিন্তু মিল তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন:—

"The religious belief of savage is not the belief in the God of natural theology, but a mere modification of the crude generalization which ascribe

life, Consciousness and will to all natural powers of which they can not perceive the source or control the operation. And the divinites believed in, are as numerous as those powers. Each river, fountain or tree has a divinity of its own. To see in this blunder of premetive ignorance the hand of supreme being, implanting in his creature an instinctive knowledge of his existence is a poor complement to the Diety."

তবে বিবেক কোথা হইতে আসিল ?

বিশ্বাস জনিত যে শক্তির দ্বারা আমরা হিতাহিত জ্ঞান নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি তাহাকেই আমরা বিবেক বলি। এই বিবেক যাহা আদেশ করিবে তাহা পালন করিলে পুণ্য, যাহা নিবারণ করিবে তাহা করিলে পাপ। মনুষ্যের প্রবৃত্তিই পাপ. এবং প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মহাপুণ্য। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রবৃত্তির, সহিত সতত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। তাঁহাদের জীবন প্রদীপ নিবিবে বটে কিন্তু তাঁহাদের যশের আলোক অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জগতকে আলোকিত করিয়া রাখিবে।

কিন্তু কৈ আমি ত তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমার প্রাণ ধারণে এ জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে না। সতী সদাই আমার স্মৃতি—পথে উপস্থিত হইয়া আমাকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছে।

———

আষ্টম সর্গ।

"সহেনা দারুণ জ্বালা হৃদয়ে আমার,
আকুল পরাণে কত সহিব দুঃখের ভার।
ভুলিতে বাসনা করি, লভিবারে শান্তি সুখ,
যৌবনের কথা জাগি অন্তরে উপজে দুখ॥
যে যাহারে ভালবাসে সেকি কভু রে ভুলে যায়?
গগণে উদিলে শশি কুমুদ কি মুদে রয়?
জাগিবে তাহার স্মৃতি আজীবন হৃদে মোর,
জ্বলিবে উজ্জল শিখা প্রদানিতে দুঃখ ঘোর॥
নিভিবে না এ জনমে যে জ্বালায় জ্বলে প্রাণ,
অন্তিমে চিতায় মিলি হবে সব অবসান।
যদি বিধি! কেড়ে নিবি তবে কেন দিলি তায়?
দেখাইয়া কেন তারে কেন রে জ্বালালি কায়?
মিনতি করি গো বিধি (যেন) পুনর্জন্মে পাই তায়
নিদারুণ চিন্তানলে জ্বলুক আমার কায়॥"
"আহা! তাহার সে মুখখানি বিরলে স্মরিলে হায়!
বিদরে পরাণ,
শোকানল জ্বলে উঠে হৃদি তাহে পুড়ে যায়,
বরষে নয়ন।
হেরিতে আবার তারে কত যে বাসনা করে,
কহিতে সে দুখ কথা খেদে প্রাণ বাহিরায়।
উষা সমাগমে শুনি কোকিলের কুহুতান
ডাকিত আমায়

অমিয় বচনে মরি! করি কত বিভুগান
নমিত তাঁহায়।
মুখ তার নিরখিয়া কহিতে বিদরে হিয়া
কত যে আনন্দ-রস করিতাম সুখে পান।
প্রেম ডোরে বাঁধি তারে বেসেছিনু কত ভাল
রাখিনু যতনে,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধি! কেমনে হরিলি বল
অমূল্য রতনে?
করেছিনু কোন দোষ যাহাতে করিলি রোষ
পরাইলি কোন্ পাপে মোরে এ বিষাদ জাল?
দুখের সাগরে এবে সুখ-তরি বুঝি আর
মিলিবে না মম,
বিশাল মরুর মাঝে মিলিয়াছে কভু কার
বাপী মনোরম?
লভিবে কেমনে বল সুখ সেই অবিরল
চিন্তার অনল হায়! জ্বলিছে হৃদয়ে যার?"

সতী-সোহাগ।

ওহো ! "কোথায় আমার সেই জীবন-তোষিনী ?
প্রণয়ের সুখময়ী সুধা-তরঙ্গিনী ?
কোথায় সে করতল শিরীষ কোমল
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল ?
কোথায় সে প্রাণহারা চোরা প্রিয় আঁখি
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি ?
কোথায় রে সেই তরু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে সেই সে আমার ?
কিবা নিদ্রা কি স্বপন কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া,
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়
ভাবিয়া মানসে সেই তরুণী-লতায়।
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথবীর সুখময়
নব তরু রোপেছি আনিয়া !
সে নবীন তরু কৈ আমি রে বাঁচিয়া রৈ
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া ॥
গোপেশ্বরি ! অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?

দেখ তব কন্যাদ্বয় তৃষিতা চাতকী প্রায়
তব দরশন আশে ঘন ঘন ডাকিছে !
যারে দেখে তারে কয়, মা মোদের কোথ রয়,
আসিবে না আর কি মা, আমাদের কাছে ?
হেরলে তাদের হায় ! পাষাণ গলিয়া যায়
এ হেন বয়সে তারা হলো মাতা হীন।
হারাইয়া তোমা ধনে, বেঁচে আছি কি কারণে,
পাইব কি আবার লো সে সুখের দিন ?
চাতক তাপিত প্রাণ পুলকে করিয়ে গান
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে !
প্রেয়সি রে ! সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ড ময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।
ত্যজিবে কি প্রাণেশ্বরি ! ত্যজিতে কি পারিব,
কেমনে সে স্নেহ-লতা এ জনমে ছাঁড়িবে ?
আবার শরৎ এলে তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগণে কিরে আর নাহি উঠিবে ?
দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বসন খোলে
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো কোরে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে দেখায়ে সন্তোষ যারে
হায় ! সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল॥
প্রাণেশ্বরি ! পুনর্ব্বার নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে ?
জীব জন্তু কেহ করে, কখন কি কোন রবে
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে ?

প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি কেন কি ধর্ম্মের অভাবে?
হরিৎ শস্যের কোলে দেখ রে মঞ্জরী দোলে
ভানু-ছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে।
সুলোচনে! মনোহরা এমন সুখের ধরা
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে॥
প্রেয়সি! অঙ্গুল তুলি কুসুম কলিকাগুলি
শিশিরে ছুটিছে দেখি কারে আজি দেখাবে?
তনু, মন সমর্পণ করেছিল যেইজন
তারে কাঁদাইলে হায়! প্রণয় কি জুড়াবে?"

(হেমচন্দ্র গ্রঃ)—

সোহাগ-পত্র।

প্রাণ-প্রিয়ে গোপেশ্বরি! জিজ্ঞাসি তোমারে।
"সুখেতে আছত সতি! ছাড়িয়ে পতিরে॥
তোমার সুখেতে সুখী অধীন জীবন।
মানময়ি! তুমি মম শান্তি-নিকেতন॥
যে দিন করেতে কর ধরেছি তোমার।
সেই দিন হতে মন ভুলেছে আমার॥
বাঁধিয়া রেখেছি রূপ হৃদয়-পিঞ্জরে।
সদা আশা তব আশা অন্তরে অন্তরে॥
আহা! কিবা স্নেহ মাখা কমল-বদন।
লাজে ঢাকা আঁখি বাঁকা হতেছে স্মরণ॥
গুণেতে পাগল তব আছি লো সুন্দরি।
অকপট প্রেম তব ভুলিবারে নারি॥
সদা আশা ভালবাসা প্রেয়সি তোমার।
ছায়ারূপে সাথে সাথে রাখে অনিবার॥
কিন্তু হায়! কোথা পায় মন যাহা চায়
মরু মাঝে কোথা কবে সলিল যোগায়!
বিরহ বিষম জ্বালা দিন প্রিয়তমে।
পলকে পলকে তোমা পড়িতেছে মনে।
নয়ন মুদিলে তোমা করি দরশন।
মেলিলে সে আঁখি কিন্তু আঁধার ভুবন॥
দেহ মাত্র আছে শূন্য পিঞ্জর সমান
মন-পাখী তব পাশে করেছে পয়াণ

প্রেমের পুত্তলি তুমি আশা-লতা-ধন।
কবে তোমা নেহারিয়া জুড়াব জীবন॥
গোপেশ্বরি! তুমি মম হৃদি-বিহারিণী।
ধরাধামে তোমা বিনা অন্যে নাহি জানি॥
জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি রমণী-রতন।
প্রাণ-সমা অতুলনা দেহের জীবন॥
লেখনীতে হেন শক্তি নাহিক আমার,
তুষিতে তোমায় প্রিয়ে মধুর বচনে।
আমি লো অজ্ঞান অতি প্রণয়ে তোমার,
হয় যদি কোন দোষ ক্ষমিও অধীনে॥
অতুলনা হে ললনা পতিভক্তি তব,
কি আছে তুলনা দিব জগত মাঝারে?
পুস্তকে লিখিয়া আমি কি আর বর্ণিব,
বর্ণনে মহিমা তব বর্ণমালা হারে।
তব সম পতি-প্রাণা পত্নী আছে যার,
সেই প্রিয়ে! সুখী এই দুঃখময় ভবে।
স্বর্গের অনন্ত সুখ ভাবে সে অসার,
বিমোহিত আমি তাই ছিনু তব ভাবে।
সারাদিন চিন্তাবশে শুয়ে শয্যাতলে।
ভাবিতে ভাবিতে তোমা নিদ্রিত হইলে॥
কত যে স্বপন দেখি কি বলিব আর।
সহেনা সহেনা প্রিয়ে! বিরহ তোমার॥
শয়নে, স্বপনে হেরি তোমার বদন।
কত সুখ পাই সতি! অন্তরে তখন॥

হৃদয়ের মণি তোমা ধরি বক্ষোপরে।
অবিরত ভাসি আমি প্রেমের সাগরে॥
শরদেন্দু-নিভাননে! গোপেশ্বরি ধনি!
সোণার-প্রতিমা তুমি ভুবন-মোহিনী।
ভাগ্যদোষে হয়েছিলে, দাসি-প্রণয়িণী॥
রয়াননে! মোহিনী প্রতিমা খানি জীবন-রতন।
যাঁর হৃদি পটে আঁকা ও রূপ মোহন॥
হয়ে যাঁর অধিকারী,
হয়েছিলে হৃদয়েশ্বরী
ঐ কথ. কি চাঁদ-মুখে সম্ভব কখন?
হৃদয়ানন্দ—দায়িনি! সুন্দরি! সুন্দরী ভবে কে আছে এখন।
বল দেখি চারুমুখি! করি তা শ্রবণ॥
জাগিছে যে রূপরাশি,
এ হৃদয়ে দিবানিশি,
সুন্দরী তাহার সম কে আছে এমন।
যার করে দিতে পারি অমূল্য জীবন॥
প্রাণসখি! তুমি যার প্রাণেশ্বরী, হৃদি-বিহারিণী।
যার চক্ষে সদা তুমি সুচারু-হাসিনী॥
তোমার অমিয় হাসে,
যেই সদা অভিলাষে,
তাহারে ভুলাতে পারে, কে কেন মোহিনী!
বল দেখি প্রিয়তমে! চিত্ত-বিনোদিনি!
আদরিণি! প্রাণ-সমা-প্রিয়তমা দেহের জীবন।
স্বর্ণময় হেম-হার! কণ্ঠের ভূষণ॥

তোমার বিহনে হায়,
অশ্রুনীরে কাল যায়,
সতত বিরহানল করিছে দাহন।
তোমা বিনে, হৃদি শূন্য, শূন্য এ জীবন।
সুহাসিনি! ভালবাসা! ভালবাসা কে পারে ভুলিতে।
ভালবাসা সম বস্তু কি আছে জগতে॥
প্রকৃত যে ভালবাসা,
নহে তা মুখের ভাষা,
অন্তরে অন্তরে গাঁথা প্রেমিক মনেতে।
অপ্রেমিকার মনোভাব না পারি বলিতে॥
প্রেমময়ি! পবিত্র প্রকৃত প্রেম ভুলিবার নয়।
নাহি তার হ্রাস বৃদ্ধি সমভাবে রয়॥
দেখিবার নহে তাহা
প্রেমিক হৃদয়ে যাহা,
আছে গাঁথা সদা সেই অতি সুখময়।
নয়ন অন্তর হ'লে সে নয়ন যে নয়॥
জীবন-জুড়ান-ধন! আরাম-দায়িনী প্রেম আরাম কারণ।
প্রেমিকা প্রেমিক-হৃদে শান্তি যে অনুক্ষণ।
বিচ্ছেদে যেমন দুখ,
মিলনে তেমনি সুখ,
শান্তিময়ী শান্তিদাত্রী শান্তির কারণ।
প্রেমিকা—প্রেমিক হৃদে ভ্রমে অনুক্ষণ॥
জীবন-ময়ি! প্রেমিকার মান যত প্রেমিক মিলনে
অন্য পরে বিধুমুখি! জানিবে কেমনে॥

প্রীতি-স্বরূপিণী তুমি,
প্রণয়-প্রতিমা খানি,
প্রেমিকা তোমারে বল ভুলিব কেমনে।
যত দিন রবে প্রাণ রবে তুমি মনে॥
প্রিয়ম্বদে! প্রণয় আধার তুমি সতী-স্বর্ণমণি।
অভাগার একমাত্র সন্তোষ—দায়িনী॥
তোমারে পাইয়া করে,
যে সুখ লাভ অন্তরে,
অন্তর জেনেছে তাহা, কি কব বাখানি।
তবে কাঁদি কাঁদা মম কপালে লেখনি॥
পতিসোহাগিনি! মানস-মরালি মম প্রেয়সী আমার।
জীবনের শান্তি তুমি প্রেম-ফুলহার॥
তোমারে হৃদয়ে ধরি,
সকল দুঃখ পাশরি,
দুঃখের মাঝারে হেরি আনন্দ অপার।
আনন্দ লহরী খেলে হৃদয়ে আমার॥
প্রাণাধিকে! জীবন-জুড়ান ধন নয়ন রঞ্জন।
মনে হলে তব প্রেম হারাই চেতন॥
তব প্রেম মনে হলে,
ভাসি প্রেম-সরসী জলে,
আবার অন্তরে গেলে ভাসে দুনয়ন।
ভাবি যেন ভাঙ্গিল রে সুখের স্বপন॥
হৃদয়েশ্বরি! কি কব অধিক আর, প্রেমিক প্রণয়।
নাহি হয় চঞ্চলা কভু স্থির ভাবে রয়॥

যে জীবন প্রমাধারে,
দিয়েছি তোমার করে,
অন্যে নাহি পাবে তাহা জানিও নিশ্চয়।
অটল অচল স্থির প্রেমিক হৃদয়॥
সাধ্বী-সতি! যেরূপ সুমেরু কভু টলিবার নয়।
সেইরূপ স্থিরভাবে প্রেমিক হৃদয়॥
দিন যাবে রাত্রি যাবে,
এ লেখা না ফুরাইবে,
আর কি লিখিব মরি হায়! হায়!! হায়!!!
পতি হরেকৃষ্ণ তব (জন্মেরমত) হইল বিদায়॥
শুখায়ে তটিনী কিন্তু চিহ্ন থাকে তায়।
ক্ষত স্থান কভু নাহি শরীরে মিলায়॥
সেই রূপ সব কার্য্য সময়েতে যায়।
প্রাণ যায় কিন্তু ভালবাসা নাহি যায়॥
হায় হায় কব কারে কব বা কেমনে।
যে অসীম দুঃখ মম হইয়াছে মনে॥
কাহারে কহিব আমি কে শুনিবে আর
শুনিয়া করিবে দুঃখ বিনাশ আমার॥
শিকারীরা ফাঁদ পাতে পাখী ধরিবারে।
দেয় বহু লোভ-বস্তু তাহার ভিতরে॥
পাখীগণ লোভে পড়ি ফাঁদ প্রতি ধায়।
লুকায়িত ফাঁদ কভু দেখিতে না পায়॥
লোভেতে জড়ায় ফাঁদ তাদের চরণে।
শিকারীরা দেয় তাদের শমন ভবনে॥

লোভের বশেতে পড়ে এ দশা তাদের।
সেই রূপ মম দশা নাহি কিছু ফের॥
নারীগণ সেই রূপ শিকারীর ফাঁদ।
প্রথমেতে দেয় হাতে আকাশের চাঁদ॥
এইরূপে মোহমুগ্ধ হইয়া সংসারে।
মানব যাপয়ে কাল প্রফুল্ল অন্তরে॥
বিচ্ছেদের ফাঁদ নারী রাখয়ে পাতিয়া।
প্রেমরূপ লোভ বস্তু দেয় ছড়াইয়া॥
অভাগা মানব মন সদা লোভে ফিরে।
বিধি প্রতি কভু তারা লক্ষ নাহি করে॥
হৃষ্টচিত্ত হয়ে তারা ধায় সুধাপানে।
গলায় লাগয়ে ফাঁদ বিবিধ বন্ধনে॥
সুধা পান আশা কবি বেগে যায় তারা
নাড়ানাড়ি জড়া জড়ি প্রাণে হয় সারা॥
শুন ওগো চন্দ্রাননে একান্ত বাসনা মনে
যাইতে তোমার পাশে অতি শীঘ্রতর লো,
অতিশীঘ্রতর।
ভুজিত সরলা বালা জেনেছ প্রণয় জ্বালা,
উপহার অশ্রুমালা ধর ধর ধর লো
ধর ধর ধর॥

(প্রেম—পত্র।)

৩১শে চৈত্র শনিবার
সন ১৩০৭ সাল
সাতগেছিয়া।

তোমার
প্রণয়াকাঙ্ক্ষী (স্বামী)
শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

সতী-শক্তি।

সতী-প্রসূতা জগন্মাতা আপনাকে শতকোটি প্রণাম ও ধন্যবাদ, নারীজন্মে আপনার অংশ দিয়া নারীকে সংসারে আরাধ্য ও এত আদরের পাত্রী করিয়াছেন। আহা! তোমার লীলা বোঝা আমার মত শত শত নরকীটের কর্ম্ম নয়। তুমি ধন্যা! তুমি ধন্যা! হে মহামায়া! তুমি আদ্যাশক্তি ভগবতী, তোমাকে প্রণাম করি।

আহা! মহাশক্তি রমণী-কায়ায়,
তাই নারী আরাধ্য জন্মাবধি;
বাসনা আমার ছিল গো অভয়া!
শক্তি পূজি রহিব ধরায়, শক্তি পূজা
লক্ষ জীবনের! কিন্তু এ পাপ সংসারে
পিতা, পত্নী হারা হয়ে, হাহাকার
কাটাইনু কাল। কি হবে গো ব্রহ্মময়ি!
ভীষণ অন্তিমে মোর? ও রাঙ্গা চরণ
সে দুর্দ্দিনে আশাতীত হবে কি আমার?
দেখ দয়াময়ি! অন্তিমে এ অধম
সন্তানে দয়াকরি নিও কোলে।
নারীরূপে সন্তাপ হারিণী তুমি,
তাই নারী পূজ্যা সবাকার।
"রমণী জননী জীবের, জননী
রমণী, মহীয়সী মহিলায়, এই শিক্ষা পাই।

সুকল্যাণী সতীশক্তি অশংজ্ঞাতা—
নারী, রমিবারে নরে জন্ম ধরে গো ধরায় ;
তাই নারী রমণী এ জীব জগতের !
গর্ভে ধরি, পতিরে প্রসবে পুত্ররূপে,
রমণী জননী তাই বিজ্ঞান বচন।
জননী, ভগিনী, জায়া ধর্ম্ম আচরণে,
জাগান নিদ্রিত জীবে অনন্তের কোলে,
ভ্রমে জীব আত্ম-তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে,
অন্তিমে মা ব্রহ্মময়ি ! বাহু প্রসারিয়া
কোলে তুলে নে'বাও তনয়ে ত্বরাত্বরি ;
জীব চক্ষে লুকায় এ জনমের মত,
স্মৃতি মাত্র থাকয়ে পড়িয়া।
জন্ম, কর্ম্ম, মৃত্যু জগতের, সকলি তোমার খেলা,
তব পদে শত শত প্রণাম আমার ॥
দেখো গো মা ! মনে রেখো যুগল ভেঙ্গো না
আশার নিধি পাই যেন নিরাশ করো না,
যুগলরূপে জগত হাসে
সবাই যুগল ভালবাসে ;
যুগল শোভায় মন ভুলে যায়, যুগল সাধনা
সাধ মিটাইও বাদ সেধোনা যুগল ভেঙ্গোনা ॥”

(অতুল প্র :—)

সতীর-সতীত্ব।

"রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তার জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্র ভেদে হয়।
প্রখর তপন মত নয়নে উপাদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত, এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপ ধারিণি।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনী॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিও তাহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যরূপ ঢাক দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারুবস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এ রূপেতে চল সতি! সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব-দুর্গম-দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী আছে মন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর কঠিন তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জানামে খ্যাত খাত এ সংসার মধ্যে

নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিরত উদয় ॥
দৃষ্টিরূপ কামাজী বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয় ॥
ধাঁরেতে সবল দ্বারপালে কুলভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয় ॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূল জনে মনে কি ভয় তাহার ?
সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা ॥
যশোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ দশ।
লজ্জার লাবণ্য রসে ভাসে তামরস ॥
নিশি দিশি করুণা নীহারে সিক্তরয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার সারল্য বিনয় ॥
এ নহে সামান্য তর সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা করে ঢল ঢল ॥
রতিকান্ত দুরন্ত হিমন্ত কুসুমময়।
সতীত্ব স্বরূপ পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয় ॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে বিনাশি বিপক্ষ ॥”

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুঃ—)

শ্মশান ও জাহ্নবী-তট।

"The boast of heraldry, the pomp of power
And all that beauty, and wealth e'er gave
Await alike the inevitable hour
The paths of glory lead but to the grave."

Grey

আহা! শ্মশান কি মনোহর স্থান! এখানে পণ্ডিত, মূর্খ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলই সমান। নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এখানে তিরোহিত হয়। এ স্থানে পদমর্য্যাদা নাই, অহঙ্কার নাই, আমার আমিত্ব নাই, এখানে সকলই এক। জীব মাত্রেই মৃত্যুর অধীন।

এই শ্মশানই অনন্তের দ্বার, সকলকেই এক দিন না এক দিন এই দ্বার দিয়া অনন্ত রাজ্যে গমন করিতে হইবে। তাই বলি "শ্মশান অপরিহার্য্য"।

যে ভুবন বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, সমস্ত জগৎকে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, তিনিও এই শ্মশান দেখিয়া কাঁপিয়া ছিলেন এবং এই স্থানেই মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। তুমি আমি কে? যে রূপ লাবণ্যে বিপুল রাবণবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল, যে রূপে জুলিয়স্ সিজর্ বাঁধা পড়িয়াছিল—সকলেই এই স্থানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মা শাক্যসিংহ বহু তপস্যা করিয়া অবশেষে এই শ্মশানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বদেশ—বৎসল বীর ওয়ালেস্

নিজ দেশের জন্য বহু সংগ্রাম করিয়া শেষে এই শ্মশানে শুইয়া জাতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কত শত অসূর্য্যম্পশ্যরূপা, কত শত রাজাধিরাজও এই স্থানে তিরোহিত হইয়াছেন। যে রূপে ট্রয় পুড়িয়াছিল এবং যে লাবণ্যময়ীর গুণ লাবণ্যে এ প্রাণে কালানল প্রজ্বলিত করিয়াছে সেই দেবী সেই প্রাণের প্রাণ, সেই অনির্ব্বচনীয়া সাধ্বী সতী গোপীসুন্দরী দেবী ও এই শ্মশান মৃত্তিকায় মিশিয়াছে। সেই জন্য বলি মানব জীবনের সহিত শ্মশানের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মৃত্যু অনন্ত নিদ্রা, কিন্তু নিদ্রা মাত্রেই স্বপন আছে, স্বপন অন্য আর কিছুই নয়, লোকে বলে যে যেরূপ কার্য্য করে তাহার স্বপ্নও সেই রূপ।

আমার বাঁচিয়া জীবনে কি সুখ আছে? যদি বাঁচিয়া থাকি আমার জন্য রাশি রাশি বিপদ ও দুঃখ রহিয়াছে, তবে এত দুঃখ ও বিপদ সত্ত্বেও বাঁচিবার সাধ কেন? মানব হৃদয় তত্ত্ব বিশারদ সেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন :—

"The undiscover'd Country from whose burn
No traveller returns puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that know not of?"

সেই জন্যই কি মরিতে ভয় হয়? জানি না কেন? আজ না হয় অহঙ্কারে সকলই চরণে দলিত করিতেছি, কিন্তু পরে এমন দিন আসিবে তখন আমাকে শৃগাল কুকুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না।

তবে কিসের জন্য অহঙ্কার, কিসের জন্য আত্মাভিমান? সকলই সময়ে চূর্ণ হইবে। কেবল কীর্ত্তিই জীবিত থাকিবে। শাস্ত্রে আছে

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই, আমার বোধ হয় এই পবিত্র স্থানই স্বর্গ। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই অনন্ত দেখিতে পাই। সম্মুখে অনন্ত জলরাশি, পদতলে অনন্ত বিশ্ব, মস্তকোপরি অসীম আকাশ রহিয়াছে, কিন্তু আমি কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য?" আর সম্মুখে ঐ যে আগুণ জ্বলিতেছে ঐ আগুণে সব দগ্ধ হয়, রূপ পোড়ে, প্রেম পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, পতিব্রতা পোড়ে, সতী-পোড়ে, কিন্তু ঐ আগুণ এ প্রাণে এ জন্মে নিবিবে না। তাই বলি এ স্থান সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে।

জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছুই দেখিতে পাইবে না। সবই যাইবে কিছুই থাকিবে না, কেবল কীর্ত্তি অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিবে। কেহ কাহাকে ভালবাসিও না, পুড়িতে হইবে, আবার ভাল না বাসিলেও ততধিক পুড়িবে। কেবল মানুষ নহে, সমস্ত জীবই পোড়ে। সংসারে আসিয়া, সুস্থ মনে ও অক্ষত শরীরে কে কবে গিয়াছেন? সতি! আমি কি তোমাকে আর পাইব না? জন্মজন্মান্তরে, যুগ যুগান্তরেও কি পাইব না? পাইব, পাইব, পাইব! আশা আছে তাঁই এখনও জীবন ধারণে সক্ষম আছি। যে দিন আমিও তোমার ন্যায় অনন্তে মিশাইব, সেই দিন তোমাকে পাইব। তোমাকে পাইবার আশায়, দেখ কত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। যদি তোমার জন্য সহ্য না করিব তবে মনুষ্য জন্মে ধিক্! প্রাণে ধিক্! প্রণয়ে ধিক্! ভালবাসায় ধিক্! পরকে সুখী করিবার জন্যই মনুষ্য জন্ম। আহা! যে দিন তোমার সহিত পুনঃ সংঘটন হইবে, সে দিন কি সুখের দিন, কি সুখের মিলন, কেমন বুকভরা মিলন! দুই জনে এক হইয়া এক নুতন সত্বা হইব, কি সুখের সমবায়! আত্মা কি? শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণুই আত্মা। পৃথিবী কতক

গুলি অক্ষয় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, যৌগিক আকর্ষণে (attraction of cohesion) সে সকল সংবদ্ধ রহিয়াছে। যে উপকরণে এই পৃথিবী গঠিত, মানব দেহও সেই সেই উপকরণের বিকার মাত্র। এক খণ্ড প্রস্তরকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, তাহাতে চুন ও অঙ্গার-জানের ভাগ (lime and carbonic acid) দেখিতে পাইবে; সেইরূপ এক খণ্ড স্নেহ পঞ্জরকে ঐরূপ করিয়া দেখ, তাহাতেও ঐ সকল উপকরণের অংশ পরিলক্ষিত হইবে। এই রূপে জগতের যাবতীয় পদার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিব যে, মানব দেহ ও পৃথিবী একই দ্রব্য। মিষ্ট, লবণ, চুণ, অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান প্রভৃতি যে সকল রাসায়নিক অণুতে জগৎ নির্ম্মিত মানব দেহও তাহাতে নির্ম্মিত। যে যৌগিক আকর্ষণে জগতের অণু সমষ্টিকে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, মানব দেহের ভৌতিক অণু সমূহও তাহাতে সম্বন্ধ রহিয়াছে।

যে শক্তি (laws of motion) জগতের সমস্ত কার্য্য-কলাপের নিয়ন্তা, তাহাই মানবদেহের গতিবিধির নিয়ন্তা। অতএব জগতও যাহা প্রকারান্তরে মানবদেহও তাই। তবে মানবদেহ জগৎ হইতে উদ্ভূত মাত্র। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, আবার সকলই আশ্চর্য্য।

যে চাঁদ এ হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে চাঁদ যুগ যুগান্তরে, কল্প কল্পান্তরেও পুনঃরায় এ গগণে উদয় হইতে পারে, কারণ পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। কিন্তু হায়! সে কোথায়? কেন মরিলাম না, সে চক্ষে ধূলা দিয়া পলাইল, আমি কেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম না? ওহো! প্রাণাধিকে, জীবন-সর্ব্বস্ব, অন্তরের

অন্তর সতীধন তুমি কোথায়? আহা! যে যাইবার নয় সে গেল, এ ছার প্রাণ ত কৈ গেল না?

"সরসী রূপিনী নারী, স্বামী তায় স্ফুটিত কমল।
আকাশের চাঁদ সে গো স্বামী তার চন্দ্রিকা বিমল॥
প্রফুল্ল প্রসূন নারী, স্বামী তার আলোকরা হাঁসি।
সোণার প্রদীপ সে গো স্বামী তার স্নিগ্ধ তেজোরাশি॥
মৃত-দেহ সম নারী স্বামী তায় জীবন যৌবন।
শুক্তি সম নারী হায়, স্বামী তায় মুকুতা রতন॥"

কোথায় চলেছ মাতা গঙ্গে?

"কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী পুণ্য তোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল নামিলে এ ধরাতল?
কি-পাপে তারিতে এলে, কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা রঙ্গে!—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী গঙ্গে?
ভগীরথে দিয়ে কূল উদ্ধারিলে পিতৃকুল
এই কি শিখালে গতি, ভবে এসে ভাগীরথী?
দিয়ে তিল তব জলে, ঢালিলে অমৃত বলে,
দেহাঞ্জন নাহি রয়, সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়,
পতি পুত্র পিতা মাতা তিলোদক সঙ্গে!
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে গঙ্গে?
পরহিত-ব্রত করি দ্রব হ'লে দেহ হরি,
ব্যাধিরূপে সুমঙ্গলে, শিখাইলে ধরাতলে,
শিখাইছ প্রতিফল, ত্যাগ শিক্ষা পুণ্য ফল,

দয়া করুণার রেখা, তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তাত্র(?) তরঙ্গিনী তোমা গত,
তাই পুণ্যময় ধাঁয়া, হে গঙ্গে, পাতক হরা!
পতিত-পাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে!
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে?
পবিত্র তোমার জল, পবিত্র ভারত তল;
সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশিনী, সর্ব্বপাপ-সংহারিণী,
সর্ব্বশোক তাপ-হরা, মুক্তি গতি নীরধারা
নিস্তারিণী ভাগীরথী, সুখদা মোক্ষদা সতী,
"গঙ্গৈব পরমা গতি" উদ্ধার গো বঙ্গে।
কোথায় চলেছ মাতা, হেন রূপে গঙ্গে?
উদ্ধার বঙ্গের মাতা, শিখাইয়া এই কথা,
ত্যজে স্বার্থ আরাধনা, সাধুক নিজ সাধনা।
ত্যজে তিল ফুল বল, ছুনুক তোমার জল।
হৃদয়ে মক্ষণ করি, তোমার দীক্ষা লহরী,
চরুক তোমারি গতি, স্রোতস্বতী বেগবতী,
সঙ্গর চিন্তার ধারা, ঘুচুক চিত্তের কারা,
উদ্ধার উদ্ধার ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি, হে পাবনি গঙ্গে?

শ্বেত বরণা শ্বেত ভূষণা
কাহার রচিত মূরতি অই?
চন্দ্র বিভাস বদন মণ্ডলে
কর্পূরে যেন শশি খেলই॥
শান্ত নয়নে শান্তি উথলে

ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ ?
শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলি দাগ ;
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণ কলস কমল তায়,
অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয় ,
রক্ত রাজীব চরণ প্রতিমা।
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত নয়না শান্ত বদনা
প্রসাদ প্রতিমা শরীরে মুখে !—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গ ধারিণী,
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কত কাল এ মর ভবনে
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে
তবে কেন এলে অবনী পরে ?
কত পাপী-প্রাণ পাপের জ্বালাতে
ধরাতে ভাসিয়া ডুবিয়া মরে ?

মানবের ব্যথা ব্যথে কি গুহ্বদি;
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষ অর্পিত মানব দুখ ?
বল গো বরদে বল গো সে কথা,
হৃদয় মণিতে গাঁথিয়া রাখি ;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ পাখী।
শান্তনা বিলাতে দেবের সৃজন
না যদি বলিবে কি রূপে তবে
চপল হৃদয় মানব মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ?
কেন নিরুত্তর ? হে বরবর্ণিনি
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও ?
বল বল যেন সুখের তরঙ্গমা
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ?
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা
নাহি কি তোমার বিনাশগতি ?
ভূত কান্তি ছায়া নাহি কি পরাণে
নাহি কি তোমার ভবিষ্য রাতি ?
হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
না জানি তাহলে এ ভুবনমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব রাজ !"—(হেম গ্রঃ)

ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

মা গঙ্গে! পতিত পাবনী—মা তোমার অধম সন্তান তোমাকে প্রণাম করিতেছে। মা গো! আমি এই স্থানে আমার এক অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, এত খুঁজিতেছি কিছুতেই পাইতেছি না; মা! আমি প্রত্যহ এই স্থানে খুঁজিতে আসি, কিন্তু মা! অবশেষে ভগ্ন-মনরথ হইয়া প্রত্যহ গৃহ প্রত্যাগত হই। মা! শুনিয়াছি তুমি রত্নাকর বংশীয়া, তবে কেন মা! আমার সেই অমূল্য রত্ন প্রত্যর্পণ করিতেছেন না? অধম-তারিণী-গঙ্গে! মা তুমি কি আমার জন্য কাঁদ? যে পরের জন্য কাঁদিতে জানে, যে পরের ব্যথার ব্যথী, যে পরের বিপদ আপন বলিয়া জানে সেই দেবতা; আমি নিজের জন্য কাঁদিতেছি ইহাতে স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু যিনি আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেন, পরহিত-ব্রতের উপদেশ দেন, পরের দুঃখে কাঁদেন তিনিই দেবতা। শাস্ত্রে আছে শত্রুকেও ভাল বাসিবে! কিন্তু মা! তুমি পতিত-পাবনী, অধম-তারিণী, মৃতুঞ্জয়-শিরোবিহারিণী! দেবাদিদেব মহাদেব যাঁহার অঙ্গস্খলিত চিতা ভস্মরজ মস্তকে বহন করিয়া দেবতারা কৃতার্থ বোধ করেন, তিনি তাঁহার শিরে তোমাকে ধারণ করিয়াছেন—কেন না তুমি পরের ব্যথার ব্যথী। সেই কারণে তোমার জল স্পর্শ করিলে পাপ ক্ষয় হয়, তোমাতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়, তোমার তীরে মরিলে মুক্তি হয়।

মা! অন্যত্র রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা তোমার তীরে কীটাণুকীট হওয়া ভাল। মা! আমরা তোমার মহিমা কি জানিব। আমরা হ্রস্ব দীর্ঘ বোধ বিবর্জ্জিত গণ্ডমূর্খ।

মা! আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করে, স্বর্গসুখের জন্য নহে কেবল হারাণ ধনের অনুসন্ধানের জন্য। সংসার খুঁজিয়াছি কোথাও পাই নাই তাই একবার স্বর্গ খুঁজিয়া দেখিব—দেখিব সেখানে আমার মনোহরা, নয়নতারা আছে কি না। মানুষ আমার দুঃখ বুঝিবে না, তবে মৎসদৃশ অভাগা, হতভাগ্য লোক আমারি দুঃখ বুঝিবে! শ্মশানে যেমন ফুলের মালা, সুখাবসানে যেমন সুখস্মৃতি, চিরবিরহীর যেমন প্রিয়তমার প্রেমলিপি সুখপ্রদ আমার এই মনকষ্টও মানুষের পক্ষে সেইরূপ। মা! মকর-বাহিনী ভাগীরথী! তাই আমি মানুষকে দুঃখ জানাই না, ও জানাইব না, তোমার নিকট দুঃখ জানাইতে আসি, যাহাতে ন্যায় এ পাপীর পরিশিষ্ট দণ্ড হইয়া শান্তি হয় তাহা করুন। মা! আত্মাতে আর আমি নাই। আমার দেহ বিগ্রহশূন্য মন্দিরের ন্যায়, প্রতিমা শূন্য পূজার দালানের ন্যায়, জীবশূন্য জনপদের ন্যায় হইয়াছে। আমার হৃদয় সেই অনির্ব্বচনীয়া (গোপীসুন্দরী দেবী) বিহনে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার বিরহে বিষণ্ণ হইয়াছে। সংসারগৃহ সাজান আছে কিন্তু হা দুরাদৃষ্ট! হা নিদারুণ বিধি! তাহাতে আর সৌন্দর্য্য নাই, শ্মশান সম হইয়াছে। বজ্রাঘাতে ফল-পুষ্প-পত্র-শোভিত বৃক্ষ যেমন ফলপুষ্প পত্র বিহীন হয়, শাখা, প্রশাখা ছাই হইয়া পড়িয়া যায় অথচ বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, এ অধমাধম তেমনি আছে। বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায়, প্রভঞ্জন বিধ্বংসিত অর্ণবপোতের ন্যায়, ভগ্নাবশেষ গৃহের

ন্যায়, অগ্নিদগ্ধ জনপদের ন্যায় আমি আছি। অকূল সংসার-সমুদ্রে প্রভঞ্জন-ধ্বংশ অর্ণবযানের ন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি; হে জগদীশ! আর কত দিন এই প্রকারে থাকিতে হ'বে প্রভু? পরে এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমি ভগ্নহৃদয়ে শূন্যপ্রাণে সতী বাহকগণ (আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (১) শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (২) শ্বশুর মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ ঘোষাল, (৩) উদ্‌য়ানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ ঘোষাল, (৪) বাদ্‌লা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) ভাগ্না শ্রীমান শম্ভুনাথ ঘোষাল, (৬) ভাগ্না শ্রীমান ভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী, সঙ্গে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিয়া শূন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলাম, কিন্তু কোথায় রাখিয়া আসিলাম? সকলে ফিরিলাম সে ফিরিল না। মাতৃহীনা যুবতী কি প্রকারে একাকিনী শ্মশানে থাকিবে? আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব? এই সমস্ত চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল এবং তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও মরিলাম না বাঁচিয়া রহিলাম।

জীবন-মরীচিকা ।

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে !
প্রভাতে অরুণোদয় প্রফুল্ল যেমন হয়
মনোহরা বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে ।
বারিদ ভূধর দেশ ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে !
কুসুমিত তরুচয় ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া রয়
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে ।
সেই রূপ বাল্যকালে মনমুগ্ধ মায়াজালে
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে ॥
"পৃথিবী ললামভূত নিত্যসুখে পরিপ্লুত"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে ।
কালের করাল স্রোতে ভাসে যবে জীবনেতে
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথারে ?
কিশোর গাণ্ডীবধারী জামদগ্ন দৈত্যহারী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীদাস কত ডোবে পাথারে ॥
কতই যুবতীবালা গাঁথে মনোমত মালা
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সংসারে
হৃদয় মার্জ্জিত করে আহা কত প্রেমভরে
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র করে রাখে চিত্ত আগারে ॥

নব বিবাহিত কত পেয়ে পতি মনোমত
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার কিছু দিন পরে আর
দেখ মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে॥
দেখ গে কেহ বা তার হ'য়েছে পঞ্জর সার
শুষ্ক হয়ে মালাদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি মরমে মরিয়া সতী
উদযাপন করিযাছে পতিসুখ আশা রে॥
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে দিবানিশি কেহ কাঁদে
বিষম বৈধব্যদশা নিগড়েতে বাঁধা রে।
আগে যদি জানিতাম পৃথিবী এমন ধাম
তা'হলে কি পড়িতাম আঁধারের মাঝারে।
বসন্ত বরষাকালে পিকরব মেঘ জালে
হেরিতে দামিনীলতা কি আনন্দ আহা রে!॥
সে সাধ তরঙ্গকুল এবে কোথা লুকাইল
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে?।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন স্বর্গবাসী সিংহাসন
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধ চিতা অঙ্গারে? !!"

মীমাংসা।

"কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া
সবারি এ দশা কিছু চির নয়।
চিরদিন কারো নাহি রয় স্থির
চিরকাল কারো সমান না যায়॥
পরিবর্ত্তনময় সদা এ জগৎ
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ।
হ্রাস বৃদ্ধি, নাশ যায় রে নিয়ত
পল অনুপল পৃথিবীময়॥
আমি কিবা ছার অগণ্য পামর
কত শত শত মহা ভাগ্যধর।
বিরাট সম্রাট দেবতুল্য নর
উন্নতি, পতন সবারি হয়॥
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম?
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম?
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা?
কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
এস ভগবান কর ধৈর্য্য দান
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি॥

কত দিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সবই স্বপ্নময়।
বুঝিয়াও মন বুঝে নাত তায়
কেন সদা ভাবি হইয়া বিকল ॥
আমি আমি করি কে আমি রে ভবে ?
কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে।
নাম গন্ধ চিহ্ন সকলি ফুরাবে
দু দিন না যেতে ভুলিবে সবে ॥
ভুল'না ভুল'না শেষের সে দিন,
মহা নিদ্রা ঘোরে ঘুমাবে যে দিন।
আবাস ভাণ্ডার বিভব বিহীন
যার ধন তার পড়িয়া রবে ॥
দাসে দয়াবান হও ভগবান
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর কৃপাময় কৃপা-বিন্দু দান
হৃদয়-বেদনা ঘুচায়ে দাও ॥
ডাকি হে শ্রীহরি! শ্রীচরণে ধরি
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে ভিক্ষা করি"
হরেকৃষ্ণের শেষ আশা মিটাও ॥—(হেম গ্রঃ—)

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
হরে মুরারে, মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

সংসার।

"সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?
সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখ ফলময়!
কেহ বলে এই সার, এই ছাড়া নাই আর,
এই কর অক্ষরেই জগত জড়ায়!
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?
সংসার সকলি ভুল সংসার পাপের মূল,
সংসার ত্যজিলে জীব মুক্তিপদ পায়,
শুনি কোন শাস্ত্র মুখে কোন বা শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোণার পাতায়,
সংসার তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায়?
বিধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময়!
তুই বিনা, এ আকাশ, শূন্য খালি পরকাশ,
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণ শূন্য হয়!
সংসার তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায়?
যেখানে রে তোর ঘটা, সেইখানে দেখি ছটা
এই মাঠ, এই বন এই মরু-গায়!
হেরি রে নগরতলে তোরই সে তুফান চলে
নর-কঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায়।
সংসার তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায়?
তোরই ষড় রস জলে, তরণী ভাসিয়া চলে
তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল!

তুই রে মোহন বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি হাসি
তুই রে একাই এই জীবন সম্বল!
কি ভাবে সংসার, তোরে সুধাই রে বল?
তুই নরকের পথ, তুই পুনঃ স্বর্গপথ.
ইহ-পরলোক তুই, নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার
তুই রে সুধার হ্রদ, তুই বিষকূপ।
সংসার তোরে রে আমি ভাবিব কি রূপ?
ত্যজিয়ে সংসার তোরে, কি নিয়ে এ ভব ঘোরে,
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর?
হাসি কান্না নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার!
জীব জগতের চক্ষু তুই রে সংসার!
আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদ্গার,
সংসার, তোরই মুখে, চাহিয়া থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।
সংসার, তোরই ওমুখে, হেরিব আবার সুখে
হেরিব যেরূপ ভাবি যাশা পথ চাই!
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার,
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই!
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই॥"

"দেখ রে অবোধ জীব, কাল বয়ে যায়।
সংসার অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার?
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব-সময় নামে, খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জাল জাল কণ্টক কামনা।
পথিক না পায় তাহে বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু পূর্ণ ফুল-ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে॥
পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব-সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের বন শোভা করে॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ মকরন্দ ভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস ভ্রমরা॥
উড়ে গিয়া বসে, কাম-কণ্টক কাননে।
ফুটেছে কেতকী যথা সুহাস্য আননে॥
মদে মত্ত মধুকর না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হয়ে পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক কণ্টকশ্রেণী অতি তীক্ষ্ণ কর।
মুগ্ধ মধুচোর অঙ্গ করে জর জর॥
তথাপি আসক্ত অলি দুষ্ট ক্ষুধা ভরে।
স্মরম ভরম ভয় সব তুচ্ছ করে॥

কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলমধু, ভক্ষ করে রস।
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অমৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাশা শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতক পদ্মে, লোভ সরোবরে॥
কালকূট সম রস, পান করি তায়।
ক্ষিপ্ত প্রায় অলিরায়, ইতস্ততঃ ধায়॥
ক্রোধ কুচ্ছা কলহ কার্পণ্য কদাচার।
চাপল্য, চাতুর্য্য পরপীড়া পরদার॥
লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিথ্যাকথা।
অনৃত আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষবল্লি-শাখা দলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প্র, এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়া সিন্ধু পারে॥
সে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তায়, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, নির্ভা নিরমল॥
সেই তামরস পূর্ণ স্বর্গ সুধারসে।
বিবেকী মানস ভৃঙ্গ ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম সেই রম্য বনে।
কাজ নাই বিষভরা বিষয় কাননে॥

হের রে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ অন্ধকারাবৃত ঘোর দরশন॥
অতএব আয় আয় মানস আমার।
নিবৃত্তি কাননে যাই, মায়ানদী পার॥

দয়াময়।

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা-চোর তোমার এ সাজে॥
সাজ ঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ স্থান হই হত॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার ঝাঁকে।
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে॥
নীলগিরিচূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর নীলাচল নেই॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ।
কে আনি ধবলাচল, করিল স্থাপন॥
যে সাজ সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল, অবল কেন হই।
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল?

কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া?
থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি।
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি?
ধর ধর করি কিন্তু ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি॥
তুমি যদি পোষা হয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ॥
স্থিররূপে তুমি নাহি বাস কর মনে।
তুষিতে তোমায় কিসে পুষিব কেমনে?
ডুরী দিয়া বাঁধি যদি ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥"

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র)

গীত

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে গেল মা!
জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসেনা
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না
যেথা আছে শুধু ভাল বাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥
বড় জ্বালা সোয়ে বাসনা ত্যজিছি
সে ধনে হারায়ে কামনা ভুলিছি
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে কাঁদিতে
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা!
স্বর্গ হইতে জ্বালার জগতে
কোলে তুলে নিতে আয় মা!॥

গীত

প্রাণ যায়, যায় হে, কি করিলে শ্রীহরি!
জ্বলে যায় প্রাণ যায় হে, কি করি হে হরি!
জীবন সম্বল মম ছিল গৌড়েশ্বরী,
সাধ্বী, সতী, পতিব্রতা প্রাণ-সহচরী,
(কেন হরিলে হরিলে……?)
(এখন) কি করি কোথায় যাই বল হে মুরারি!

কোথা গেলে পাব আমি সেই প্রাণেশ্বরী
(প্রাণ জুড়াবে জুড়াবে.............)
মোরে ফিরে দিও কৃপাকরি ॥
ত্বংহি নারায়ণ ত্রিগুণ আধার
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি দীনে দয়া কর
(বাঞ্ছা পুরাও পুরাও হে............)
মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন অধমে
তারিতে হবে হে তোমায় ভীষণ অন্তিমে
(আমার কেহ নাই কেহ নাই............)
একা তুমি আছ কাণ্ডারী ॥

বসন্ত-আড়া।

নমস্তে নমস্তে মাতঃ নমস্তে সাক্ষাৎসারা।
পরম পরমেশ্বরী, পরমব্রহ্ম পরাৎপরা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি, যে কিছু আদি অনাদি।
তুমি মা সকল আদি, সোমাদি আদি অন্তরা।
ব্রহ্মা কি রুদ্র সংগীতে, ব্যাপ্ত সপ্তসুরে
সা, রি, গ, ম, ধ, নি, সা, গাও রে সুরাসুরে
রাগ সুর তালে মানে, হও তুমি মূর্ত্তিমানে ;—
সকলে তোমায় মানে, বর্ত্তমানে ধরায় ধরা ॥
পশু পক্ষী চরাচর, অমর অপ্সর, কিন্নর কিন্নর,
সর্ব্বাণী বাণী-উচ্চার।
বেদ বিধি তন্ত্রে মন্ত্রে, বিরাজ সকল যন্ত্রে,
ছিদ্র-স্বরের আদ্যোপান্তে,
সকারক-সহ সাকারা ॥

গীত।

এমনি মোহনীরূপে ওহে মুরলীবদন।
(হরি) দেখা দিয়ে ঘুচাইও আমার কঠিন মন বেদন॥
বনকুসুম মালা গলে, পীতবসন কটি মূলে,
(আমার অন্তিমে দেখা দিও হরি)
এমনি শিখি-পুচ্ছচূড়া পড়িবে হে বামে হেলে॥
ললিন ত্রিভঙ্গ হয়ে, অধরে মুরলী লয়ে,
(একবার এমনি রূপে দেখা দিও হরি।)
শ্রীরাধারে বামে লয়ে দাঁড়াইও মদন-মোহন॥
বামে রাধা হেমাঙ্গিনী (যেন) কাল মেঘে সৌদামিনী
(আমার হেরিতে সাধ আছে মনে......)
যুগলরূপে মন-মোহিনী তব, হেরিব বংশীবদন॥
(যেন) জন্মে জন্মে ব্রজেশ্বরি! পাই যেন সেই গোপেশ্বরী,
(বিহনে তার দহে হিয়া......)
যুগলে গো রাসেশ্বরি! (যেন) পূজি যুগল চরণ॥

Lines on the death of the late lamented

VENERABLE KALI KUMAR CHACKRABURTTY,

FATHER OF

HARA KRISHNA CHACKRABURTTY.

---

1. Sun, why art thou up again ?
'Twas better not to glitter.
I would not have heard, then—
The death of my dear Father.

2. oh ! Father, oh ! beloved Father,
Whither hast thou gone ?
See,—thy Son sheds tear,
Hearing not thy sweetest tongue.

3. Thou who loved me so dear,
Hesitate not to shake that tie.
Closing up the journey here,
At last rising to the region, high ?

4. My dearest mother is nearly dead,
Whom thou loved greater than other,
Deprived of you she's wasted,
Lookest down, Father, upon my mother.

5. No-No-Lookest not on us,
May'a reigns all over the earth ;
Lest again make thee a prey, thus
Force thee again take this birth.

6. "May enjoy, thou, eternal pleasure,
Be united with that immortal Being,
Take no life of wear and tear."
I pray God to' fill my blessing.

7. Thy memory shall ever last
shall not be lost in sands of time ;
Thy sweet name bear I must
And sing here— thy noble shine.

—o—

সুখ-দুঃখ-বিজড়িত অনিত্য সংসার.
আনন্দ-বিষাদ-রোল উঠিছে তা হ'তে ,
বিধির বিধান যাহা, নিশ্চয় ঘটিবে তাহা,
চিরস্থায়ী নহে কিছু অনিত্য জগতে ।
কালবশে জীব কভু না পায় নিস্তার ।
কিন্তু পিতঃ ! গেছ চলি অনন্ত আলয়ে,
জীবনে না হ'বে দেখা জানি তোমা সনে ;
মরতে বিরাম নাই, লভিয়াছ দিব্য ঠাঁই,
বিচর আনন্দে তথা সদা ফুল্লমনে ;—
কাঁদিব আমি গো চির তব স্মৃতি লয়ে ।

———

পিতা !

স্বর্গীয় মহাত্মা

কালীকুমার চক্রবর্ত্তী।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

পিতঃ! আপনার অযোগ্য, হতভাগ্য, মধ্যম পুত্রাধম হরেকৃষ্ণ আপনার পদাম্বুজে প্রণাম করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ত্বরায় যন্ত্রণামুক্ত হইয়া এইবার আপনার পদসেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। পিতঃ! পিতৃহীন সন্তানের জীবন ধারণে ফল কি? মৃত্যু অভাবে বাঁচিয়া থাকা মাত্র। আমার স্নেহময়ী জননী পতিহীনা হইয়া যে কি দশা ধরিয়াছেন তাহা দেখিলে ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন মৃত্যু অপেক্ষা জীবন ধারণে তাঁহার অধিক কষ্ট। বোধ হয় তিনিও আপনার ন্যায়, তাঁহার হতভাগ্য কুপুত্রগণকে সংসার-সাগরে ত্যাগ করিয়া তৎপথানুবর্ত্তিনী হইবেন। তাহা হইলেই আমাদের সংসার-সুখ পূর্ণ হইবে! পিতৃহীন হইয়াছি, পত্নীহীন হইয়াছি, এইবার মাতৃহীন হইলেই বোধ হয় জগদীশের অনেক আশা মিটিবে, এবং আমরা অকূল ভবার্ণবে বায়ুবিচ্ছিন্ন তৃণসদৃশ, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইব!!

পিতঃ! ঈশ্বর কি আমাদের জন্যই সংসারে দুঃখ পাঠাইয়াছিলেন। আপনাকে ছাড়া হইয়া পর্য্যন্ত আমরা যে কি কষ্ট ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি তাহা যিনি সর্ব্বান্তর্যামী তিনিই জানেন। আমাদের কি দুরাদৃষ্ট আমরা দেবতুল্য জনক পাইয়া তাহাতে পরক্ষণেই বঞ্চিত হইলাম! পিতৃদেব! ত্বৎসদৃশ পিতা সংসারে সুদুর্লভ! আপনার দয়া ও গুণ জগতপিতার তুল্য আমি আপনার গুণ বর্ণনে অক্ষম। আমি জগতপিতার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই ভিক্ষা করিতেছি যে, আমি যেন জন্মে জন্মে আপনার ন্যায় পিতা পাই।

পিতঃ! আপনার শ্রীচরণে শত শত নমস্কার করি। আপনার হতভাগ্য পুত্র অদ্যকার মত চরণে মেলানি মাগে:—ভবদীয় হতভাগ্য পুত্র শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

HYMN.

"Glory to Thee, my God, this night,
For all the blessing of the light,
keep me, oh keep me, king of kings,
Beneath Thy own Almighty wings.
Forgive me, Lord, for Thy dear son
The ill that I this day have done;
That with the world, myself, and Thee
I, ere I sleep, at peace may be.
Teach me to live, that I may dread
The grave as little as my bed;
Teach me to die that so I may
Rise glorious at the awful day.
O let my soul on Thee repose,
And may sweet sleep mine eyelids close;
Sleep, that shall me more vig' rous make
To serve my God when I awake.
If in the night I sleepless lie,
My soul with heavenly thoughts supply
Let no ill dreams disturb my rest,
No powers of darkness me molest."

Oh! Our Father which art in heaven hallowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Oh my Lord! forgive me my trespasses, as I forgive them that trespass against me. And lead me not into temptation; but deliver me from evil. For Thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever.

Heavenly Father, I thank Thee for Thy watchful care over all things. Fill me with gratitude to Thee for all Thy goodness. Show me the path of life. Cause me to know the way wherein I should walk. Teach me to do Thy will. Enable me to seek Thee so as to find Thee.

Bless my relations and friends; have mercy upon all men. Be with me in my going out and my coming in, to this world and for ever.

A SHORT BIOGRAPHY OF LATE SOTI GOPIMUNJORY DEBI

This is the most painful occassion on which I shall ever be called upon to address you.

My first and melancholy duty is to announce to you the death of my beloved wife :—Soti' Gopimunjory Debi, the first and eldest daughter of Babu Nitya Nundo Ghosal, Calcutta Chorebagan No. 3 Sreenath Ray's Lane, who born in the month of Chaitra 1288 (Eng 1882).

In the month of Augrahayan 1297, when she was nine years old, she lost her mother. She married at the age of her eleventh, Hara Krishna Chackraburtty, the second son of Late, learned, religious and venerable man, Kali Kumar Chackraburtty of Satgachi, on Thursday the 10th Augrahayan 1299. After this joyful ceremony, she at the promotion of her 14th and 16th years respectively, gave me two daughters (1st) Sreemoti Provaboti Debi, (2nd) or last Sreemoti Nolini Bala Debi. But owing to the reparation of our old house at Satgachi, she was spending her life in will and woe in her father and my eldest sister's house in Calcutta.

Afterwards on Thursday the 8th Chaitra at 5 A. M. 1307 (Eng 1901—21st March) at the stage of her three month's pregnancy and on ninetinth year she died of *Diarrhœa* under the treatments of Babu (1) Gobin Lal sen (L. M. S.) (2) Babu Jogindra Nath Dutta (M. B.) (3) Babu Protap Chandra Mozoomdarah (M. D.) (4) His son Babu Jotindro Nath Mozoomdarah (M. B.) (5) lastly Babu Bepin Kristo Coomar (M. B.), leaving behind her—her two above mentioned daughters, Father, Grandmother, two brothers (1st) Babu Godadhor Ghosal, (2nd) Babu Rhishikesh Ghosal, and lastly me. Her love for her husband, her respect to her superior, her affection to her children, her shamefulness, her modesty, her gladness even to my reproach, her obedience to her husband, her sweet utterance and her devotion to me, were so uncommon to the current of this Twentieth century as if she had descended from the city of the gods. This damsel was very lovely, radiant and graceful ; for these qualifications she was called to be the *Adarsha Ramoni* and most chastised female or Soti Ramoni, which is still to be found in this troublous world but very few in

numbers. In comparison with her quality, five percent of the modern females will be called Soti as she was to be named. It is not the mere object of exaggeration which some may feel who are strangers of her character.

"Oh fairest of creation last and best of all God's work ! *Milton.*

"Women have never failed men in their deepest need." Indeed so ! women will be regarded with respect and honour.

"The following passages from manu will illustrate this :—

"The Acharya is ten times more venerable than the Upadhyaya ; the father a hundred times more than the Acharya ; but the mother a thousand times more than the father." II. 145.

"Women must be honoured and adorned by their fathers, brothers, husbands and brothers-inlaw, who desire their own welfare.

"Where women are honoured, their the gods are pleased ; but where they are not honoured, no sacred rite yields reward.

"Where female relations live in grief, the family soon wholly perishes ; but that family where they

are not unhappy, ever prospers." III. 55 to 57.

Therefore I think I may say the whole world sympathise with me in the irreparable loss I have sustained. I shall get her no more in this life ! I have lost ! I have lost my beloved wife for ever in this life !

How painful and heart-rending it is to think ! unbearable ! very agonising !!

None but he, who has lost such mind-satisfying chastised, and soti-wife, can feel how agonising it is to suffer such separation !

Oh Gracious Heaven ! Thou art omnipotent, omniscient. and Omnipresent Lord ! Thou the Saviour, Redeemer of this world ! Save me from this horrible sin and show me the way, which I can virtuously and peacefully walk on. I the ungrateful, sinful sinner of your far-wide universe, can not fully understand the transcendental theory. But it reflects in my mind that you are the only means to cross the *Baitarani* and according to your will every thing has been performing in this world. I see my Lord that this world is a veil of tears where men struggle in vain for happiness but are condemned to shed tears.

After long contemplation it was suggested to Gautama or Buddha what neither philosophy nor penances had tought, and he discovered that selfculture, leading to a holy, calm and peaceful life, is the only remedy for all the sins and woes to which humanity is subject. We have also learnt from Buddhism that life is suffering, and the thirst for life is the cause of suffering, that the cessation of this thirst is the cessation of suffering, and this cessation can be obtained by following the "middle path" or the "eightfold path" as it is called consisting of correct beliefs, aspiration, speech and action, of proper livelihood and effort, mindfulness and meditations.

The eightfold path is, in fact, a strict system of selfculture which can lead to Nirvana or a holy, calm and tranquil life, which is the Buddhist's salvation.

But if that salvation is not attained in this life, the deeds of this life, Karma, led to future births. Though Buddhists do not recognize the existence of souls, but nevertheless believe in transmigration, and hold that their present state is determined by their Karma in a previous birth, and that repeated

births will thus take-place until Nirvana is attained. Therefore I beg to you, my Lord! I pray you, in my few and short prayer: "Never punish any one in this way inspite of his gross sin." "Never give me such pains as I have suffered in this life." "Give me Gopimunjory Debi to be my wife in my next life and in my repeated births, up to my old age." "And satiate all my desires which I am every day informing you ardently, after pacifying me with the reconciliation of my parted wife Gopeshwary for whom I am burning."

Oh! my desert mind! Be content with the words of messr Southey :—

LOVE.

"They sin who tell us Love can die.
With life all other passions fly,
All others are but vanity.
In Heaven Ambition can not dwell,
Nor Avarice in the vaults of Hell;
Earthly these passions of the Earth,
They perish where they have their birth
But Love is indestructible.
Its holy flame for ever burneth,
From Heaven it came, to Heaven returneth;
Too oft on Earth a troubled guest,
At times received, at times opprest,
It here is tried and purified,
Then hath in Heaven its perfect rest.
It soweth here with toil and care,
But the harvest time of Love is there.
Oh! when a Mother meets on high
The Babe she lost in infancy,
Hath she not then for pains and fears.
The day of woe, the watchful night,
For all her sorrow, all her tears,
An over-payment of delight?"

Oh ! my Lord ! Gracious Almighty !!
"The busy day the peaceful night,
Unfelt, uncounted, glided by ;
My frame is firm, my powers are bright,
Though now my twenty-seven-year is nigh.
Then with no throbs of fiery pain,
No cold gradations of decay,
(Let) Death break at once the vital chain
And free my soul the nearest way."

Fairwell my Lord !

Her poor and wretched husband
Hara Krishna Chackraburtty.
Saturday the 13th April 1901.

ধানিমিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি,—
কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই—
সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে—
যেন ;
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর,—
যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

অনন্তকাল।

"হে গতি, স্থিতি, উদয় অস্তহীন অনন্তকাল তোমাকে ধন্য! যেরূপ বদ্ধমূল উন্নত-শৈল আত্ম-শরীর-মাত্রং অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, তুমিও সেইরূপ আপনাকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছ। তুমি কখন প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ, কখন সমুজ্জ্বল আলোকময় এবং কখন বা ইহার অতিরিক্ত নানা প্রকার বর্ণসম্পন্ন হইয়া থাক, এবং গুরুতরা বসুন্ধরার ন্যায় সাতিশয় ভারশালিনী স্বীয় সংসার-সার-সত্বা অভাবে যার পর নাই বদ্ধমূল হইয়াছ। মহাকল্পশত অতীত হইলেও, তুমি খেদান্বিত বা আদরযুক্ত হওনা! ফলতঃ তোমার গতি, স্থিতি, উদয় বা অস্ত কিছুই নাই। কেবল মাত্র তুমিই নিরভিমানী হইয়া অবলীলা ক্রমে এই জগৎ পরিপালন করিতেছ। ধন্য! ধন্য তুমি! কাল! আর কতকাল আমাকে গোপেশ্বরী ছাড়া হইয়া কালযাপন করিতে হইবে? এই কাল সংসারে সরোবর স্বরূপ, রাত্রি ইহার পঙ্ক, দিন ইহার প্রফুল্ল কোকনদ এবং মেঘাদি সঙ্কুল ভ্রমর স্বরূপ।

লুব্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ মার্জ্জনীর দ্বারা কনকাচলের চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ কাল রজনীরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা জগতের প্রাণিগণকে সংগ্রহ করিতেছে। আমরা যেরূপ

অঙ্গুলি দ্বারা দীপবর্ত্তিকা সঞ্চালন করিয়া গৃহ-কোনস্থ বস্তু সমুদয়কে দর্শন করি, সেইরূপ কাল সূর্য্যালোক দ্বারা জগতের কোথায় কি আছে তাহাই নিরীক্ষণ এবং নিমিষ ও সূর্য্যরূপ চক্ষু দ্বারা অবলোকন করত অত্যন্ত পক্ক ফলস্বরূপ লোকপাল দিগকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই কাল জীর্ণকুটীরস্থ মণির ন্যায় জগতের গুণশালী লোক সমুদয়কে প্রযত্ন সহকারে মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করে। লোক সকলকে রত্নমালার ন্যায় গ্রন্থন করত ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনরায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে; দিনরূপ সরোজ বিশিষ্ট, নিশারূপ ইন্দীবর মালা মণ্ডিত তারারূপ কেশরযুক্ত বৎসররূপ চঞ্চল বলয় ধারণ করিয়া বিরাজমান হয় এবং শৈল সিন্দু, স্বর্গ ও পৃথিবীরূপ শৃঙ্গচতুষ্টয়শালী মেঘরূপ জগতের নক্ষত্র পুঞ্জরূপ শোণিতকণা নিয়ত ভক্ষন করিতেছে। অধিক কি, এই হিংসাপরায়ণ কাল যৌবনরূপ নলিনীর চন্দ্রমা এবং আয়ুরূপ মাতঙ্গের কেশরী স্বরূপ। জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা কালের করাল কবলে পতিত না হয়। কাল কল্পান্তে কেলিবিলাসচ্ছলে যাবতীয় জন্তুগণকে সংহার করিয়া সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় তমঃ প্রকাশ রূপে একমাত্র ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কালই এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর কর্ত্তা, ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তাস্বরূপী, এবং সুভগ ও দুর্ভগরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। সামান্য বুদ্ধিদ্বারা কেহই এই কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

নরলোকে কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অমিততেজা কাল এই সংসারে রাজপুত্রের ন্যায় বিবিধ লীলাদি দ্বারা নিরাপদে পরিভ্রমণ এবং এই জগৎরূপ জীর্ণ অরণ্যের মধ্যস্থ মৃগরূপ মুগ্ধ জীব

গণের বিনাশ সাধন করত মৃগয়াচরণ করিতেছে। এই জগৎরূপ জঙ্গলের একদেশে সুশোভিত বড়বানলরূপ পঙ্কজযুক্ত কল্পান্ত-কালীন মহার্ণব কালের রমণীয় ক্রীড়া পুষ্করিণী স্বরূপ হইয়া থাকে। কটু, তিক্ত, অম্ল, দধি এবং ক্ষীর প্রভৃতি রসসংযুক্ত সাগরের সহিত এই জগৎ কালের প্রাতঃকালীন ভক্ষণোপযোগী পর্য্যুষিত অন্ন স্বরূপ হইয়াছে। কালের প্রণয়িনী প্রচণ্ডরূপা সর্ব্বভূতবিনাশিনী কালরাত্রি মাতৃগণ পরিবৃতা হইয়া, নিরন্তর এই সংসারারণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সর্ব্বরস-সমন্বিতা কমল কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমগন্ধামোদিতা বিস্তৃতা পৃথিবী কালের করতল-স্থিত পানপাত্রী স্বরূপে বিরাজমান হইতেছেন। অধিক কি, সংহারভৈরব মহাকাল এই কালের ক্রীড়া সাধন কোকিলবালক স্বরূপ, উহার স্বর অলাবুবীণার ন্যায় সাতিশয় মধুর এবং কান্তি শরৎকালীন নভোমণ্ডলসন্নিভ। অভাবই সেই কালের টঙ্কারধ্বনি-যুক্ত কোদণ্ড; তাহাতে দুঃখরূপ শর সকল নিয়ত প্রকাশ পাই-তেছে। এই বিলাস-মণ্ডিত অত্যুত্তম কাল মৃগয়াবেশী রাজপুত্রের ন্যায় মর্কটচপল আমাদিগকে কখন বিদারিত, কখন বা প্রজ্বলিত করিয়া সংসাররূপ ভীষণ অরণ্যে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। দুর্ব্বিলাসচূড়ামণি কাল এই জগৎকে একরূপে সৃষ্টি ও অপররূপে সংহার করিতেছেন। কালের রূপ দুই প্রকার দৈব ও ক্রিয়া; যেরূপ প্রখর তাপ দ্বারা হিমরাশি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা এই নিখিল প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান জগন্মণ্ডল উন্মত্ত জনগণের নর্ত্তনাগার স্বরূপ। কৃতান্তরূপী নরকপালধারী অতিভীষণ স্বভাব কাল এই জগতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। সেই নর্ত্তনশীল কৃতান্ত স্বীয় ভার্য্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয়

অনুরক্ত। কাল সংসাররূপ বক্ষঃস্থলে ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্রের ন্যায় অনন্ত, শুভ্রশশিকলা ও গঙ্গাপ্রবাহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল কালের করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড কর্ণিকা এবং সুমেরু তাঁহার ক্রীড়া-সরসিজ-স্বরূপ হইয়াছে। নক্ষত্রমণ্ডল-রূপ বিচিত্র বিন্দুসুশোভী অসীম নভোমণ্ডল কালের বস্ত্রস্বরূপ একার্ণব জলে ধৌত হইয়া থাকে। এইরূপ রূপসম্পন্ন কালের পুরোভাগে নিয়তিনাম্নী কামিনী প্রাণি-ভোগানুকূল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, অনবরত নৃত্য করিতেছে। জগন্মমণ্ডল মধ্যস্থিতা অত্যন্ত চঞ্চলা কৃতান্তকামিনী নিয়তির নৃত্য দর্শন মানসে প্রাণিগণ অনবরত যাতায়াত করিতেছে। দেবলোকাদি সমুদয় লোক উহার মনোহর অঙ্গভূষণ এবং পাতালাদি নভঃস্থল তাহার বৃহৎ কবরীমণ্ডল। সেই নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরলোকস্থিত জীবমালা নূপুরের ন্যায় শোভমান হইতেছে। তাহার শুভাশুভ ক্রিয়ারূপা সখীগণ কর্ত্তৃক উপকল্পিত কস্তুরিকা-তিলক দ্বারা চিত্রগুপ্ত নিয়তির আপাদ-মুখ অণুরঞ্জিত করিয়াছে। কল্পান্তকালে পুনরায় ঐ কালকামিনী নিয়তি স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিতযুক্ত মুখভাবভঙ্গী অবগত হইয়া সাতিশয় চাঞ্চল্য সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। তখন পর্ব্বত স্ফোটাদি-জনিত ভয়ঙ্কর শব্দ তাহার নর্ত্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়। নিয়তির পশ্চাৎভাগে কৌমার প্রলয় সমুদ্ভূত ভীষণ বহ্নি ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকুক। তৎকালে ইহার নয়নত্রয় মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ রন্ধ্র হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হয়; মহাদেবের জটাজূট খণ্ডিত চন্দ্রলাঞ্ছিত বদনপরম্পরাই ইহার মুখ এবং ভগবতীর বিকসিত মন্দারমণ্ডিত কবরী-ভার ইহার চামর। নৃত্য সময়ে তৎ-সমস্তই পুনঃ পুনঃ বিচলিত হয়। আর সংহার ভৈরবের ভয়

পর্ব্বতাকৃতি উদর-রূপ অলাবু দেহভিক্ষার কপাল স্বরূপ ইহার হস্তে সর্ব্বদা বিরাজমান হয়, ঐ সময়ে তাঁহার শতসহস্র ছিদ্র হইতে শব্দপরম্পরা সমুত্থিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বসংহারকারিণী নিয়তি কঙ্কাল সমূহ-দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত আপনা আপনিই ভীত হইতেছেন। বিবিধাকার সম্পন্ন জীবের মস্তক সকল পুষ্করমালার ন্যায় নিয়তির কণ্ঠদেশে দেদীপ্যমান হইতেছে। কল্পান্তকালে তাণ্ডববিলাসে উহা নিরন্তর বিচলিত হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকে। প্রলয়কালে সেই কালবনিতার নৃত্যধ্বনিরূপ পুষ্কর এবং আবর্ত্তকাদি মেঘগর্জ্জন দ্বারা দেবগায়ক গন্ধর্ব্বগণ পলায়ন করিতে থাকে। কাল এই জগৎরূপ নিত্যশালা মধ্যে নিয়ত নৃত্য করিতেছে; চন্দ্রমণ্ডল তাহার কুণ্ডল এবং তারকা ও চন্দ্রিকা তাহার চূড়াস্বরূপ হইয়া সমুদ্ভাসিত হইতেছে। এই কালের এক কর্ণে হিমালয় ও অপর কর্ণে কাঞ্চনগিরি সুমেরু শোভা পাইতেছে। কালের এই শ্রবণ-যুগলে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল দোলায়মান হইয়া গণ্ডস্থলকে শোভমান করিতেছে এবং লোকালোক পর্ব্বতশ্রেণী কটিতটে মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

বিদ্যুদ্বলয় এই কালের কর্ণভূষা স্বরূপ ইতস্ততঃ বিচলিত হইয়া থাকে এবং জলদমণ্ডলী বিচিত্র কন্থারূপে বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া, দিগ্‌দিগন্তরে ধাবমান হয়। মুষল, পট্টিশ, প্রাস, শূল, তোমর ও মুদ্গর প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র সকল কৃতান্ত কর্ত্তৃক একত্র সঞ্চিত হইয়া, মালাস্বরূপ ইহার গলদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই মালা অনন্তরূপ মহাসূত্রে সম্বদ্ধ সুদীর্ঘ সংসারবন্ধন পাশে গ্রথিত। বিবিধরত্ন-সমুজ্জ্বল মকরপূর্ণ সপ্তসাগর করভূষণ স্বরূপ

এই কালের ভুজ শোভা সম্পাদন করিতেছে। রজ ও তমোগুণশালিনী সুখদুঃখ পরম্পরা ইহার রোমাবলী রূপে শোভমান হইতেছে।

স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সকল এই রোমাবলীর আবর্ত্ত। এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যুরূপী কাল প্রলয় সময়ে নৃত্য হইতে বিরত হইয়া, পুনরায় ব্রহ্মাদির সহিত মহেশ্বর প্রভৃতির সৃষ্টি করত শোক, দুঃখ ও জরাভি-ভবশালিনী সৃষ্টিরূপিনী স্বীয় নাট্যলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন এবং বালক যেরূপ কর্দ্দম সহযোগে পুত্তলিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, পরক্ষণেই তাহা ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ দেশ ও বনরাজি, নানা প্রকার জনতা ও আচার পরম্পরা সৃষ্টি করিয়া, পুনরায় তাহা সংহার করে। কাল প্রভৃতি বস্তু সকল স্বভাবতঃ সংহার বিনাশে সমুদ্যত; এই অনার্য্যচরিত সংহার সমুদ্যত কাল প্রাণীগণকে নিরন্তর আপৎ-সাগরে নিমগ্ন এবং প্রখর শিখাবলয় পরিবৃত হুতাশনের ন্যায় নানা প্রকার কুচেষ্টা ও দুরাশা দ্বারা দগ্ধ করিতেছে। নিয়তি ইহার স্বভাবচপলা বল্লভার ন্যায় মর্য্যাদা পালনে সর্ব্বদা সমুদ্যত রহিয়াছে এবং সমাধিপরায়ণ যোগীদিগকেও ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়া থাকে। সর্প যেরূপ বায়ুভক্ষণ করে, সেইরূপ ক্রূরহৃদয় কৃতান্ত, তরুণ শরীরেও জরা উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে ও প্রাণীদিগকে অনবরত গ্রাস করিতেছে। মাদৃশব্যক্তিও এই নৃশংসচূড়ামণি কালের করুণা পাত্র নহে। ইহার উদারতাও অসীম।

যে হেতু, সংসারে কাহারও প্রতি ইহার পক্ষপাত নাই; সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। ভোগসুখ কেবল দারুণ দুঃখের আধারভূমি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা সকলেই তাহার অনুসন্ধানে ধাবমান রহিয়াছি। এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে

জীবন নিতান্ত চঞ্চল, যৌবন অচিরস্থায়ী, বাল্যকাল নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞান জালে আচ্ছন্ন এবং কৃতান্তেরও কিছুমাত্র দয়া নাই। আমরা বিষয়ানুসন্ধান নিবন্ধন নিতান্ত মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ দারুণ বন্ধন স্বরূপ, ভোগ সকল মূর্ত্তিমান্ মহারোগ এবং তৃষ্ণাও মৃগতৃষ্ণিকার সমান। ইন্দ্রিয়গণই প্রধান শত্রু; সত্য ও অসত্যভাবে পরিণত হইয়াছে, মন-রিপু আত্মা আপনিই আপনাকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। আমাদের চিত্তবৃত্তি অভিমান বশতঃ নিতান্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, বুদ্ধির কিছু মাত্র দৃঢ়তা নাই; ক্রিয়া সকল একমাত্র ক্লেশ প্রসবিনী এবং বাসনা একমাত্র বিষয়েরই প্রতি ধাবমান। প্রাণীগণের অন্তঃকরণ সুস্থির নহে; বুদ্ধি নিরন্তর দহ্যমান হইতেছে এবং রাগ রোগের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, অতএব বৈরাগ্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের দৃষ্টি রজোগুণ প্রভাবে কলুষিত হইয়াছে; একমাত্র তমোগুণ অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সত্ত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে অতএব তত্ত্বলাভও সুদূর পরাহত হইয়াছে। জীবনের কিছু মাত্র স্থিরতা নাই; মৃত্যু নিরন্তর সম্মুখীন হইতেছে এবং বুদ্ধি মূর্খতা দোষে নিতান্ত মলিন হইয়াছে। শরীর একমাত্র বিনাশেরই বশীভূত; জরা অগ্নিশিখার ন্যায় যেন প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং একমাত্র পাপপ্রবৃত্তিই অনবরত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যৌবন যত্ন করিলেও পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; সাধুসঙ্গ নিতান্ত সুদূরপরাহত হইয়াছে এবং সত্যের প্রসন্ন বদন কুত্রাপি নয়নগোচর হয়না; সুতরাং মুক্তিলাভেরও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

"অন্তঃকরণ নিরন্তর মোহজালে আচ্ছন্ন হইতেছে; সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে; দয়ার লেশমাত্র নাই, একমাত্র নীচতাই

প্রাদুর্ভূত হইতেছে। ধৈর্য্যগ্রন্থি একেবারেই শিথিল হইয়াছে; একমাত্র জন্ম ও মৃত্যু পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতেছে; দুর্জ্জন সঙ্গ সর্ব্বত্রই সুলভ; কিন্তু সাধুসমাগম একেবারেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু মাত্রেই জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; বিষয়বাসনাই সংসারবন্ধনের হেতু এবং মৃত্যু প্রাণীদিগকে অদৃশ্যভাবে হরণ করিতেছে। দিক সকলও কালবশে অদৃষ্ট, দেশ সকলও নামান্তর প্রাপ্ত এবং পর্ব্বত সকলও বিশীর্ণ হইয়া যায়। অতএব মৎসদৃশ ব্যক্তি এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কি রূপে, পত্নীবিহীন হইয়া, আস্থাবান্ হইতে পারে? ঐশী-শক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সহিত সমুদয় ভুবন প্রলয়-কবলে নিপতিত; সাগর সকলও শুষ্ক, তারকা-স্তবকও বিশীর্ণ, সিদ্ধগণও বিনষ্ট, অসুর সকলও বিদীর্ণ, এবং ধ্রুব ও অমরগণও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমার মত অভাগা ব্যক্তি কি রূপে এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আস্থাসম্পন্ন হইতে পারে?

কালবশে দেবরাজ ইন্দ্রও দানবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, যমও নিয়ন্ত্রিত, বায়ুও সংহার দশায় উপস্থিত, চন্দ্রমাও বিলীন, প্রভাকরও ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন। কাল, নিয়তি ও আকাশ প্রভৃতি মহাভূত সকলের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেও বিলীন হইতে হয়। অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আমার মত চির অভাগা লোক সতী ছাড়া হইয়া কিরূপে আস্থাবান্ হইতে পারে? যাঁহারা পরোপকারপরায়ণা পরসন্তাপ-সন্তাপিতা সুস্নিগ্ধ বুদ্ধির সাহচর্য্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। এই সংসাররূপ-সাগরে কালরূপ বাড়বানল নিরন্তর প্রজ্বলিত এবং কল্লোল পরম্পরা প্রতিনিয়ত সমুত্থিত ও বিলীন

হইতেছে ; কোন ব্যক্তিই তাহার পরিসংখ্যানে সমর্থ নহে। মৃগ যেরূপ অরণ্য মধ্যে লতাজালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, আমরাও সেইরূপ মোহ বশতঃ দুরাশাপাশে সংযত হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করিতেছি। আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া, স্ব স্ব আয়ু বৃথা নষ্ট করি। আমরা যে ফলকামনায় এইরূপ জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা যে আকাশ-পাদপলতা-পাশের ন্যায় কত দূর সত্য, তাহা বিচারবিৎ পণ্ডিতগণও অবগত নহেন। এই উৎসব, এই সুখ, এই ভোগ, এই বন্ধু, এই যাত্রা, আমোদভরে এইরূপ নানাপ্রকার সুখময়ী কল্পনায় আমাদের মন ও বুদ্ধি রাত্রিন্দিব বিগলিত হইতেছে।

এই আপাতরমণীয় পরিণামবিরস সংসারের কোন বস্তুই অন্তঃকরণের শান্তিসম্পাদনে সমর্থ নহে। বাল্যকালে নানাপ্রকার কল্পিত ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত হইলেই, অন্তঃকরণ গিরিগুহান্বেষী হরিণের ন্যায় অবলাগণের অনুসন্ধানে ধাবমান হইয়া, যৌবনকাল পর্য্যবসিত করে। তদনন্তর জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য সময় সমুপস্থিত হইয়া অনবরত ক্লেশরাশি প্রদান করিতে থাকে। জরারূপ তুষার সম্পাতে শরীর সরোজিনী অভিহত হইলে, প্রাণরূপ মধুকর তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হয়। তখন সংসাররূপ সরোবরও একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়।

লতা যেরূপ পুষ্পভরে অবনত ও পরিপাক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, লোকের হৃদয়হারিণী, তদ্রূপ এই দেহ যষ্টিজরার আবির্ভাবে পরিণত হইলে, কৃতান্ত যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তৃষ্ণা তরঙ্গিনীর ন্যায় স্বীয় প্রবল প্রবাহে অখিল ও অনন্ত পদার্থজাত কবলিত এবং সমীপবর্ত্তী সন্তোষ-তরুর মূলদেশ উৎখাত করিয়া লোক মধ্যে

নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। শরীর চর্ম্মনিবদ্ধা-তরণীর ন্যায় চঞ্চল-ভাবে সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ মকরের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিলেই একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। কাম, প্রকাণ্ড মহীরুহের ন্যায় তৃষ্ণারূপ লতাজালে পরিবৃত হইয়া শাখা-পরম্পরায় সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করিয়াছে; কিন্তু শাখামৃগরূপী অন্তঃ-করণ ফলকামনায় নিরন্তর পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বীয় অভিলষিত সাধনে সমর্থ হইতেছে না। সংসারের সর্ব্বত্রই বিপদজালে সুবিস্তৃত রহিয়াছে; দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে লুক্কায়িত বা বজ্রময় গৃহে অন্তর্হিত হইলেও, বিপদ মহাবেগে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা মোক্ষপথ পরিহার পূর্ব্বক কেবল কাম ও অর্থ চিন্তায় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করি; ফলতঃ পরমার্থচিন্তা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গাদি ফলকামনায় কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, পদে পদেই বিড়ম্বিত হইতে হয়। অদ্য এই করিব, কল্য অমুক করিব, অনবরত এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা নানাবিধ পরিণামবিরস কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং দিবানিশি পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের সন্তোষ সম্পাদনে যাপন করত কাল সহকারে জরাকবলে নিপতিত হইয়া একবারেই বিবেকবিহীন হইয়া পড়ি। যেরূপ বৃক্ষপত্র পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন হইয়া, পুনঃ পুনঃ জীর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা কতিপয় দিনের মধ্যে বারংবার জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকি। যেরূপ যাত্রা বা মহোৎসব উপলক্ষে লোক সকল নানাস্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত ও অভিপ্রায়ানু-সারে একত্র সমবেত হয়, সেইরূপ আমরাও পরস্পর পুত্র কলত্র ও মিত্রাদিরূপে একত্র মিলিত হইয়া থাকি। রজনীযোগে প্রদীপ যেরূপ রাশি রাশি তৈল ও ভূরি ভূরি বর্ত্তিগ্রাস করিয়া, অবশেষে

নির্ব্বাণ হইলে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ এই দশাশত-সেবিত স্নেহরাশিপূর্ণ চলাচল সংসারে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। এই সংসার কুলালচক্রের ন্যায় নিতান্ত অস্থির এবং বৃষ্টিকালীন সমুদ্ভূত জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর। যেরূপ পর্ব্বত সকল পাষাণময়, পাদপ সকল দারুময়, ও পৃথিবী মৃত্তিকাময়, সেইরূপ আমরাও মাংসপিণ্ডময়। ফলতঃ এই সংসার জড়বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বস্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। হায়! দুরাচার বিধাতা এই সংসারে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন আপাতমনোহর পরিণাম দুঃখাবহ ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করেন, তদ্দর্শনে কোন্ বিবেক সম্পন্ন পুরুষের অন্তঃকরণ বিস্ময়াবিষ্ট না হয়? হায়! ব্যক্তিমাত্রেই কামনা, চাতুর্য্য ও প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বশীভূত; ক্রিয়ামাত্রেই নিষ্ফল ও ক্লেশদায়িনী, সাধুসহবাস স্বপ্নেও সুলভ নহে; না জানি, আমার জীবিত সময় কিরূপে অতিবাহিত হইবে! লোকে যথাক্রমে স্বর্গ ও নরক লাভ এবং পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাই ইহার অভিনয়, মনরূপ পবনপরিচালিত ভূতরূপ রজোরাশিই ইহার বস্ত্র এবং লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষণ-ভঙ্গুর ব্যবহার পরম্পরাই ইহার চঞ্চল কটাক্ষবিক্ষেপ। ঐন্দ্রজালিক বনিতা যেরূপ মন্ত্রবিশেষ বিস্তার করিয়া, লোকের নয়নদ্বয় প্রচ্ছাদন ও অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহার স্বভাবও সেইরূপ। এই হতদগ্ধ সংসার প্রতিদিনই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং প্রতিদিনই পুনরায় সমুৎপন্ন হইতেছে। লোকে ক্ষণমধ্যেই ধনশালী ও ক্ষণমধ্যেই দরিদ্র এবং ক্ষণমধ্যেই নীরোগ ও ক্ষণমধ্যেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই হতদগ্ধ

সংসার সর্ব্বথা ভ্রমময় এবং প্রতিক্ষণেই নানা প্রকার বিপর্য্যাস সংঘটিত করে। সংসার যে সর্ব্বদা একরূপ নিয়মে স্থিরভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা কথনই নহে। মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং কার্পাস বস্ত্ররূপে পরিণত হইলেও জড়াবস্থা পরিত্যাগ করে না। অতএব সংসারে বিকারবিহীন পদার্থ কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। দিবা ও রাত্রির যেরূপ নিবৃত্তি নাই, সেইরূপ মনুষ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও জন্ম মৃত্যুও পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিধাতা ক্রিয়া-পরায়ণ বালকের ন্যায় বস্তু সকলকে একবার একরূপ, আরবার অন্যরূপ এবং পুনরায় প্রকারান্তরে সৃষ্টি করিয়াও কথন পরিশ্রান্ত হন না। প্রত্যুত, বস্তুদিগকে যথাক্রমে উপচিত, উৎপাদিত, ভক্ষিত, নিহত ও সৃষ্টি করিয়া, দিবা ও রাত্রির ন্যায় পুনঃ পুনঃ হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি সংঘটিত করিতেছেন। কি বিপদ, কি সম্পদ সমুদায়ই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, কথনই স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করে না। এইরূপে সর্ব্বসংহারি কাল অবলীলা-ক্রমে সমুদায় বিচলিত ও বিপৎপাতে অভিভূত করিয়া সংসারে ক্রীড়া করিতেছে। যেরূপ পক্ক ও অপক্ক ফলসকল পবনবেগে পরিচালিত হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হয়, সেইরূপ শুভ ও অশুভ প্রাণীমাত্রেই প্রতিনিয়ত কালের কবলসাৎ হইয়া, সংসার হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। তাই বলি কাল অনন্ত।"

(যোগবশিষ্ট রামায়ণ)

অনন্ত-শয্যা।

প্রিয়ে! বিরল! বিরল! ভবে, তব সম নারী!
কলিতে বিলুপ্ত প্রায় দেখি বরাননে! পাতিব্রতা,
উদয় ঘোষাল বংশে হয়েছিলে তুমি,
শিখাইতে আধুনিক্ সীমন্তিনীগণে সতীধর্ম্ম,
তাই বুঝি চন্দ্রাননে! ধরেছিলে কুসুম-জীবন?
যাচি লো অভয়া-পদে সদা আমি তাই,
পাইতে তোমারে আমি পত্নীরূপে ধনি!

হায়! হায়! "পাদপ কোটরে বহ্নি করিলে প্রবেশ,
ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্দেশ করিয়া দহন,
অবশেষে নাশে যথা সমস্ত বিটপী,
তেমতি বিরহ-বহ্নি প্রবেশি হৃদয়ে
কত যে যাতনা দেয় নশ্বর শরীরে,
নাশে প্রাণ কত শত অবলীলা ক্রমে।

হায় বিধি! আর কিসে ধরিব জীবন,
অবোধ অসহ্য মন প্রবোধ না মানে,
বড়ই প্রখর হায় বিরহ অনল,
ধীরে ধীরে জ্বালি আগে দহে পরে প্রাণ।
নিদাঘে মাতঙ্গ মত্ত রাখিলে বাঁধিয়া
যে দশা তাঁহার, আজ সে দশা আমার।
অসহ্য অসহ্য আর না পারি সহিতে

হায় হায় কোথা গিয়া জুড়াইব প্রাণ ?”
কোথা সতি ! দেখা দাও দেখা দাও
মোরে ! বিকল দেখহ পতি তোমার বিরহে,
সহে না সহে না আর অসহ্য যন্ত্রণা।
দারুণ মনের দুঃখ না বলি মানবে,
জানি তাহে হতে হয় হাস্যাস্পদ মাত্র
প্রাণ মম নরমূর্ত্তি না চাহে হেরিতে,
তাহে সদা বর্ত্তমান হিংসা দ্বেষ আদি।—
হেরিতে বাসনা মম সে আনন্দ স্থান,
যথা বিরাজেন লক্ষ্মী গোলক ঈশ্বরী।
অনন্ত শয্যায় হরি নিদ্রায় বিভোর,
মরি ! মরি ! কি মাধুরী ! হের সে নয়ন !
পদপাশে ব’সে রমা সে’বে পদযুগ
ভোলানাথ পদ্মনাভ করেন স্তুতি গান
সনকাদি ঋষিগণ নিমগণ ধ্যানে।
চিরশান্তি বিরাজিছে নাহি শোক তাপ,
কার সাধ্য সে শোভার করিবে বর্ণন ?

—o—

ক্ষীরোদ পাথারে অমিয় আধারে
শোভিত নীরদ কায়,
অনন্ত ফণায় অনন্ত ছটায়
অনন্তশায়িত হায়।
পীতাম্বর পরা গলে পীতধড়া
শোভে বনমালা গলে,

সুনীল সলিলে মৃদুল হিল্লোলে
(হরি) মৃদুল মৃদুল দোলে।
(হরি) পুরুষ উত্তম সত্ত্ব-রজ-তম
এই তিন গুণাধার,
কুলু কুলু নাদে বহে গঙ্গা পদে
নাশিতে কলুষ ভার।
চির শান্তি দিয়া চৌদিক্ ঘেরিয়া
সৃজি সে সুখ আলয়,
অনন্ত শয্যায় শান্তির নিদ্রায়
(হরি) মহা সুখে নিদ্রা যায়।
পদ পাশে ব'সে জগ-লক্ষ্মী হে'সে
বিভু পদ সেবা করে
যেন ঘন কোলে সৌদামিনী খেলে
অপরূপ শোভা ধরে।
রূপের তুলনা, ভুবনে মিলে না
কল্পনাও মানে হা'র,
ওরূপের গাথা কি গাবে কবিতা
নাহি কোন সাধ্য কার।
অনন্ত সে পুর অনন্ত ঈশ্বর,
অনন্ত সকলি তায়,
রূপের অনন্ত ভাবের অনন্ত,
অনন্ত বাহিয়া যায়।
অনন্ত আকাশ অনন্ত বাতাস,
অনন্ত আলোক খেলে,

বিধি-বিষ্ণু-ভোলা ভাবিয়া উতলা
যাইতে অনন্ত কূলে।
অনন্তের ছবি, এ অধম কবি
কি আর আঁকিবে হায়,
যেন দয়া ক'রে এ দীন কিঙ্করে,
অনন্ত রাখেন পায়।" (কুরুঃ-কঃ—)
সতী হারা হয়ে যাতনা সহিয়ে
আছি হে তোমারি আশে,
আর কত দিনে এ মূঢ় ব্রাহ্মণে
পাঠাবে সে সতী পাশে ?
বড় সাধ মনে পুনঃ সতী সনে
মিলি পূজি ও চরণ,
যেন হে শ্রীহরি আশা পূর্ণ করি
মিলাইও সে সতী-ধন।
জানি ও চরণে অভাব না জানে
সর্ব্ববাঞ্ছা জীবে ঘুচে,
আজি হে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজ হরেকৃষ্ণ
চরণে সেলানি যাচে।
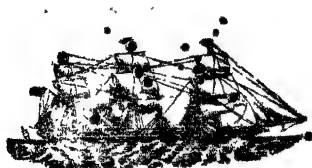
স্তোত্র।

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎ প্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে—বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥

"জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥
বিভুগানে মাতোয়ারা জগৎ আনন্দে ভরা
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥
জয় জগতের ভূপ জয় হে অনাদিরূপ
জয় পরমেশ জয় অচিন্ত্য পুরুষ জয়
জয় কৃপাময় জয় জগৎ-জীবন।
ঈশ, হরি, জগদীশ গাও রে বদন;
অনাদি অনন্তরূপ জয় নারায়ণ
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥
বিহর বিহর হরি জগজন মন হরি
ভুবন মোহনরূপে ভুলাও ভুবন
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥
জয় বিশ্বরূপ জয় অনাদি পুরুষ জয়
জয় জগদীশ হরি ব্রহ্মাণ্ড তারণ
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥
চরণে করিয়া নতি বলি হে তার শ্রীপতি
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন ॥"

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপাদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে ॥

জয় জগদীশ্বর　　দেব পরাৎপর
　　সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেম সুধাকর　　সুমধুর সুন্দর
　　কলুষ গরল হর শান্তিনিধে॥
জয় ভয় ভঞ্জন　　ধার্ম্মিক রঞ্জন
　　নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকি তারণ　　পাপ নিবারণ
　　নিবৃত্তি-কারণ জীবগতে।
জয় নারায়ণ　　পরম পরায়ণ
　　শোকমহার্ণবপারতরে।
সত্য-সনাতন　　পুরুষ পুরাতন
　　মুক্তি নিকেতন কৃষ্ণ হরে॥
জয় মহিমোজ্জ্বল　　নিষ্কল নির্ম্মল
　　সকল সুমঙ্গল কল্পতরো।
ভবপথ সম্বল　　সর্ব্বগুণঃ ক্রম
　　দুর্ব্বল বল জগদেক গুরো॥
জয় পরমেশ্বর　　দেব দিগম্বর
　　বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে।
জয় দামোদর　　ভক্ত মনোহর
　　মুরহর করুণা সাগর হে॥
জয় মুরমর্দ্দন　　নাথ জনার্দ্দন
　　দুঃখহরণ মধুসূদন হে।
ত্রিতাপনাশিন　　বিভূতি ভূষণ
　　দুষ্টদনুজগণ ভীষণ হে॥

জয় ভয়বারিণি নিবৃত্তিকারিণি
দুর্গতি-হারিণি তারিণি মা।
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবন পালিনি মা॥
শ্মশানবাসিনি রুদ্রবিলাসিনি
কালি কলুষ কুলনাশিনি মা।
জয় জয় শঙ্করি ভক্ত শুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি মা॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি
নানা রোগাদিদুঃখাদ্রুদিতপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতী স্বাদুসৌখ্যে, নিষণ্ণঃ

শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিনতগতিমতিশ্চাধিদৈবাধিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে
লিঙ্গজ্ঞে ব্রহ্মবাক্যে সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি ;
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
কিং বাঽনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিংবা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম ॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মাত্ত্বাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা।

সাধ্বী-সতী-গোপীসুন্দরী-দেবী।

তস্যাঃ পতিঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।
তস্যাঃ ১মা কন্যাঃ শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।
তস্যাঃ ২য়া কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী।

১৩০৭ সাল। ৩১শে চৈত্র শনিবার
সাতগেছিয়া-মধ্যমপাড়া।

গীত

দীন দয়াময়ী নাম কে তোমারে বলে তারা।
আমি ত হেরি পাষাণী পাষাণেতে হৃদয় ভরা॥
মহীরাবণ পাতালপুরে, পূজে ছিল মা তোমারে
নিদান কালে হনুর করে সে ভক্তের তনু সারা॥
মাথা কে'টে পূজে রাবণ তারে নাশে রাজীব লোচন
রামকে দেখে বাম হলি (মা!) একি তোমার ভক্তমারা॥
যে রূপেতে ভালবাস, কেঁদে বলে (মা) চিরদাস
এ ভক্তের দুঃখ বিনাশ, ছিয়া আমার নয়ন-তারা॥
দ্বিজ-নরেন্দ্রকৃষ্ণ বলে এ প্রপন্নে নিও কোলে,
দে'খো যেন অন্তিমকালে শমন করে হই না সারা॥

পরিশিষ্ট।

পিতার স্বর্গারোহণ তিথি।

সন ১৩০১ সাল, ১০ই ফাল্গুন।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী

স্ত্রীর স্বর্গারোহণ তিথি।

সন ১৩০৭ সাল, ৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভৈরবী—কার্ফা।

কি ছার! আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত র'বে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল্ কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক্ বাজ।
বেলাবেলি চল্ রে চলি সাধি আপন কাজ।
কেউ কার নয়, দ্যাখ'না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি?
আপন রতন বেচে নে চল্, হরি ব'লে ডাকি॥

—o—

যিনি আমায় প্রকৃত ভালবাসেন বা বাসিবেন তিনি যেন (যদি আমার কলিকাতায় মৃত্যু হয়) নিমতলার ঘাটে দাহ করিবার সময়, ঐ ঘাটের প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের শেষ চুল্লিতে আমার দেহ দাহ করিয়া, ভালবাসার পরিচয় দেন, ইহাই আমার তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলে একান্ত নিবেদন। ইতি:—

সতীপতী শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।—সাতগেছিয়া।

ইতি শ্রীসতী-বিরহগ্রন্থে পরিশিষ্ট-নামক চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

সতী-বিরহগ্রন্থ সমাপ্ত।

গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

সাতগেছিয়া নিবাসী ৺ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল প্রিয়বন্ধুর স্বর্গারোহণোপলক্ষে

শোকোচ্ছ্বাস।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥

উৎসব, ব্যসন, কিম্বা দুর্ভিক্ষ সময়,
শ্মশান রাজার দ্বার কিম্বা রাজভয়
এ সবে সহায় যার যেই জন হয়,
সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥

"নিভে যা নিভে যা ওরে ক্ষণ-স্থায়ী দীপ ।
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন ;
ক্ষুদ্র অভিনেতা নিজ
অভিনয় সময়ে যেমন
মদগর্ব্বে চঞ্চল রঙ্গস্থলে,
হস্ত পদ সঞ্চালিয়ে, গর্জ্জন করিয়ে,
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ,
বাতুলের গল্প এ জীবন,—
অর্থহীন মাত্র বহু বাক্য আড়ম্বর।"

(ম্যাকবেথ)

কি শুনি কি শুনি আজি সকলের মুখে
বন্ধুবর কৃষ্ণচন্দ্র চলিল ত্যজিয়া
জননী, বান্ধব, জায়া, ভাসাইয়া দুখে
সন্ধ্যায় নক্ষত্র যথা পড়ে রে খসিয়া! ১

পাসরি কেমনে সেই, অমিয় বচন
শুনিত শ্রবণে যেন স্বর্গীয় নিক্কণ!
হইল সকলি. সম নিশার স্বপন
হায় রে! বিধাতা! ধন্য তোমার খেলন! ২

নীরব হইল বীণা, সুস্বর লহরী
আর না পশিবে সুখে শ্রবণ-বিবরে!
ঘুচাইতে শোকাকুল তামসী-শর্ব্বরী
উঠিবে না কৃষ্ণচন্দ্র মানস-অম্বরে। ৩

একটী দুর্ব্বল সূত্রে আছয়ে গ্রথিত
মানব জীবন ভবে, সতত চঞ্চল!
এই আছে এই যায় সতত শঙ্কিত
এ নর-জীবন ভবে সদা টলমল। ৪

কেন বিধি! এ তোমার বিচিত্র নিয়ম
তোমার উদ্দেশ্য কিবা বুঝিতে কে পারে?
ক্রীড়াবশে সৃজিলে কি মানব জনম
পুতুলে বালক যথা ভাঙ্গে আর গড়ে। ৫

বিধুবৎ আস্যখানি প্রীতিপূর্ণ হাসি
আর ত পাব না আমি হেরিতে কখন
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে দিগন্তে চকাসি
বাড়াইলে বিষাদের আঁধার দ্বিগুণ। ৬

কোথায় চলেছ সখা! না জানি সন্ধান,
আর না হেরিতে পাব সুচারু বয়ান;
অশ্রুজল তব তরে ঝরিবে নয়ান,
যত দিন না হইবে জীব-অবসান। ৭

দেখ রে, দেখ রে বন্ধু! দেখ একবার
জননী, জায়ার, দশা বিহনে তোমার,
হইয়াছে দেহ ধরা তাহাদের ভার
বিফল জীবন বন্ধু! হইল ভার্য্যার। ৮

অশ্রুবারি আঁখি হ'তে না ঝরে এখন,
হৃদয়, শোণিত এবে করিছে বর্ষণ!
একটী একটী শ্বাসে হৃদয় বন্ধন
শিথিল করিছে তাদের এবে অনুক্ষণ। ৯

যাও তবে প্রাণসখা! কি বলিব আর,
আছিলে প্রকৃতমিত্র মরত-ভুবনে।
স্বরগ হইতে বন্ধু! সৌহৃদ্য আধার
স্মরণ করিও এই বন্ধু গুণহীনে। ১০

যে লোকে গিয়াছ তুমি আজি পুণ্যবলে
সে লোকে কি মানবের অশ্রুধারা যায়?
যদি যায় ধর শান্ত নয়ন সলিলে,
বন্ধুভাবে উপহার দিতেছি তোমায়। ১১

সাতগেছিয়া ইউনিয়ন্ ক্লব,
মধ্যম পাড়া,
২৩শে আষাঢ় রবিবার
সন ১৩০৮ সাল।

তোমার চিরবন্ধু—
শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।